রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

সোমবার, নভেম্বর ৬, ২০২৩

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ।]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২১ কার্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/০৬ নভেম্বর, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং-৩০৫-আইন/২০২৩।—ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ক্যান্টনমেন্ট আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২১৭-তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ উপ-আইন প্রণয়ন করিল, যথা:—

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। **শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন**।—(১) এই উপ-আইন জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২৩ নামে অভিহিত হইবে।

(২) এই উপ-আইন নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প এলাকার মালিকানাধীন তফসিলভুক্ত ভূমির জন্য প্রযোজ্য হইবে।

(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই উপ-আইনে—

(ক) **''অনুমোদিত নকশা''** অর্থ আইনের বিধানানুযায়ী বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ইমারত বা কাঠামোর নকশা;

মূল্য : টাকা ৬০.০০

(খ) **''আইন''** অর্থ ক্যান্টনমেন্ট আইন ২০১৮ (২০১৮ সনের ২৭ নং আইন);

(গ) **''আবেদনকারী''** অর্থ সংশ্লিষ্ট ভূমির বৈধ মালিক এইরূপ কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যিনি উক্ত ভূমিতে ইমারত নির্মাণ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রযোজ্য সকল অনুমতি প্রাপ্তির জন্য আবেদন করিতে ইচ্ছুক এবং বৈধ মালিকের পক্ষে আবেদনকারী হিসাবে আমমোক্তারনামাবলে নিযুক্ত ব্যক্তি অথবা প্রতিষ্ঠানও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঘ) **''ইমারত''** অর্থ Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এর section 2 এর clause (b) এবং Bangladesh National Building Code, (BNBC) 2020 এর Part I এর section 6 এ সংজ্ঞায়িত building;

(ঙ) **''ইমারতের উচ্চতা''** অর্থ ইমারতের প্লিন্থ লেভেল হইতে ইমারতটির সর্বোচ্চ বিন্দুর খাড়া দূরত্ব যাহাতে সিঁড়িঘর, জলাধার, লিফট মেশিন রুম অন্তর্ভুক্ত নহে, এবং যাহা নির্ধারণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচ্য হইবে, যথা:—

(অ) ছাদ ঢালু হইলে ঢালু ছাদের গড় ধরা হইবে;

(আ) ঢালু এলাকায় নির্মাণের ক্ষেত্রে উচ্চতা নির্ণয়ের জন্য রাস্তার পরিবর্তে ইমারতের সর্বনিম্ন মেঝের তলকে গ্রহণ করা হইবে; এবং

(ই) স্থাপতিক উপাদান, যাহা কেবল নান্দনিক ও অলংকরণের জন্য ব্যবহৃত হয়, তাহা উচ্চতার অংশ হিসাবে গণ্য করা হইবে না;

(চ) **''কমিটি''** অর্থ বোর্ড কর্তৃক এই উপ-আইনের অধীন গঠিত কোনো সাধারণ বা কারিগরি কমিটি;

(ছ) **''কারিগরি ব্যক্তি''** অর্থ আবেদনকারী কর্তৃক নিয়োগকৃত স্থপতি বা প্রকৌশলী;

(জ) **''ক্যান্টনমেন্ট''** অর্থ আইনের ধারা ৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীন ক্যান্টনমেন্ট হিসাবে গণ্যকৃত ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট;

(ঝ) **''নকশা''** অর্থ এই উপ-আইনের অধীন ইমারত এবং অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতকৃত সকল নকশা;

(ঞ) **''নির্মাণ''** অর্থ যে কোনো ধরনের ইমারত বা স্থাপনা নির্মাণ, পুনঃনির্মাণ বা প্রতিস্থাপন এবং ইমারতের ব্যবহারের ধরন পরিবর্তন;

(ট) **"প্লট"** অর্থ বাসযোগ্য এক খন্ড জমি যাহার উপর এক বা একাধিক আবাসিক বা প্রাতিষ্ঠানিক বা বাণিজ্যিক ফ্ল্যাট নির্মাণ করা যায়;

(ঠ) **''প্রকৌশলী''** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি প্রকৌশল বিষয়ে যথাযথ ডিগ্রি ও সনদপ্রাপ্ত এবং বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত;

(ড) **''পার্কিং স্থান''** অর্থ যানবাহন রাখিবার মতো আবদ্ধ বা খোলা, বেজমেন্ট (ভূমিতল), আচ্ছাদিত বা উন্মুক্ত যথেষ্ট আয়তনের একটি জায়গা, যাহার সহিত যানবাহন যাতায়াত উপযোগী একটি পথের মাধ্যমে বাহিরের রাস্তার সংযোগ রহিয়াছে;

(ঢ) **''প্লিন্থ লেভেল''** অর্থ রাস্তার উপরিতল হইতে ইমারত ব্যবহারের প্রথম প্রাপ্ত তল;

(ণ) **''ফরম''** অর্থ এই উপ-আইনের কোনো ফরম;

(ত) **"ফ্ল্যাট"** বা **"এ্যাপার্টমেন্ট"** অর্থ বাসযোগ্য একক আবাস যাহার মধ্যে রান্নাঘর, গোসলখানা, শৌচাগার, প্রসাধন কক্ষ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকিবে;

(থ) **''বিল্ডিং কোড''** অর্থ Bangladesh National Building Code, (BNBC) 2020;

(দ) **''বোর্ড"** অর্থ ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড;

(ধ) **"মেজানাইন তলা"** অর্থ ইমারতের নিচতলা ও দ্বিতীয় তলার মধ্যবর্তী একটি মাঝামাঝি আংশিক তলা;

(ন) **''সানশেড''** অর্থ রোদ বৃষ্টি হইতে রক্ষার জন্য বহিঃ দেয়ালের উপর স্থাপিত ওভার হ্যাং স্লাব;

(প) **''সেটব্যাক''** অর্থ প্রতিটি ইমারতের সম্মুখে, পার্শ্বে এবং পশ্চাতে ন্যূনতম উন্মুক্ত স্থান; এবং

(ফ) **''স্থপতি''** অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি স্থাপত্য বিষয়ে যথাযথ ডিগ্রি ও সনদপ্রাপ্ত এবং বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত।

(২) এই উপ-আইনে যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা প্রদান করা হয় নাই ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি আইনে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইমারতের নকশা অনুমোদন ও বসবাস উপযোগিতার অনুমোদন

৩। **নির্মাণ অনুমোদনপত্র গ্রহণের পদ্ধতি।**—কোনো নির্মাণ অনুমোদন পত্রের জন্য অনুচ্ছেদ ৫ হইতে ১২-তে বর্ণিত প্রয়োজনীয় দলিলাদি, ৮ (আট) কপি আর্কিটেকচারাল ও ৮ (আট) কপি স্ট্রাকচারাল নকশা এবং অনুমোদন ফিসহ ফরম-৩০১ক এর মাধ্যমে আবেদন করিতে হইবে।

৪। **কারিগরি ব্যক্তি কর্তৃক নকশা স্বাক্ষর।**—আবেদনকারী আবেদনপত্র ও নকশায় এবং কারিগরি ব্যক্তিবর্গ নকশায় স্বহস্তে স্বাক্ষর প্রদান করিবেন এবং তাহাদের পেশাজীবী সংগঠনের সদস্য নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর নকশা ও দলিলাদির নির্ধারিত স্থানে উল্লেখ করিবেন।

৫। **সংযুক্তি।**—নির্মাণ অনুমোদনপত্রের জন্য আবেদনপত্রের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিলাদি A3 বা A4 আকারের কাগজে নকশাসহ সংযুক্ত করিতে হইবে, যথা:—

(ক) এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে তলাভিত্তিক আবাস-ইউনিটের সর্বমোট সংখ্যা;

(খ) গভীর ভিত্তি, পাইলিং, বেজমেন্ট বা ভূগর্ভস্থ তলা নির্মাণের জন্য ফরম ৩০১খ অনুযায়ী আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত ক্ষতিপূরণ মুচলেকা বা ইনডেমনিটি বন্ড;

(গ) ফি প্রদানের রশিদের অনুলিপি;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ভূমি ও ইমারতে আবেদনকারীর বৈধ মালিকানার প্রমাণস্বরূপ দলিলাদির সত্যায়িত অনুলিপি;

(ঙ) প্লটের ক্ষেত্রফল, সেট ব্যাক স্থানের পরিমাপ এবং মোট তলার সংখ্যা; এবং

(চ) প্রকল্পে নিয়োজিত স্থপতির অভিজ্ঞতার প্রমাণ স্বরূপ সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের কারিগরি ব্যক্তি হিসাবে তালিকাভুক্তি সার্টিফিকেটের অনুলিপি।

৬। **নকশার মাপ**।—আন্তর্জাতিক A সিরিজের নিম্নবর্ণিত প্রযোজ্য কাগজে মেট্রিক মাপে সকল নকশা প্রণয়ন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) A0 ১১৮৮ এম এম × ৮৪১ এম এম (কাগজের পুরুত্ব/ওজন ৮০ গ্রাম);

(খ) A1 ৮৪১ এম এম × ৫৯৪ এম এম (কাগজের পুরুত্ব/ওজন ৮০ গ্রাম);

(গ) A2 ৫৯৪ এম এম × ৪২০ এম এম (কাগজের পুরুত্ব/ওজন ৮০ গ্রাম);

(ঘ) A3 ৪২০ এম এম × ২৯৭ এম এম (কাগজের পুরুত্ব/ওজন ৮০ গ্রাম); এবং

(ঙ) A4 ২৯৭ এম এম × ২১০ এম এম (কাগজের পুরুত্ব/ওজন ৮০ গ্রাম)।

৭। **নকশায় তথ্য সন্নিবেশ**।- নকশাসমূহে নিম্নবর্ণিত তথ্য সন্নিবেশিত থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) নকশার শিরোনামসহ আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর ও স্বহস্তে স্বাক্ষর;

(খ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পরিকল্পনাবিদ, স্থপতি বা প্রকৌশলীর নাম, ঠিকানা, টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর ও স্বহস্তে স্বাক্ষরসহ স্ব স্ব পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ নম্বর ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর;

ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, "পরিকল্পনাবিদ" অর্থ যিনি পরিকল্পনা বিষয়ে যথাযথ ডিগ্রি ও সনদপ্রাপ্ত এবং বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিবন্ধিত;

(গ) ব্যক্তি বা অন্যান্য ক্ষেত্রে সেক্টর নম্বর, প্লট নম্বর, রাস্তা নম্বর এবং চৌহদ্দির বর্ণনা।

৮। **সাইট নকশা**।—সাইট বা এলাকা নকশা অন্যূন ১:৪০০০ (এক অনুপাত চার হাজার) স্কেলে অঙ্কিত হইতে হইবে এবং উহাতে সাইটের দাগ বা প্লট এবং পার্শ্ববর্তী দাগ বা প্লটসমূহের অবস্থান নির্দেশক থাকিতে হইবে।

৯। **লে-আউট নকশা**।- লে-আউট নকশা ১:২০০ (এক অনুপাত দুইশত) স্কেলে অঙ্কিত হইতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্য থাকিতে হইবে, যথা:-

(ক) ক্ষেত্রমত, সাইটে বিদ্যমান ইমারতসমূহের পরিসীমা, বহির্ভাগের পরিমাপ, উচ্চতা, তলার সংখ্যা এবং রক্ষিত আবশ্যিক উন্মুক্ত স্থানের পরিমাপ;

(খ) প্রস্তাবিত ও বিদ্যমান ইমারতসমূহের চারিদিকে পানি প্রবাহের দিক-নির্দেশনাসহ নর্দমার অবস্থান, যদি থাকে;

(গ) ভূগর্ভস্থ জলাধার, সেপটিক ট্যাংক এবং সোক পিট, পয়ঃনিষ্কাশন লাইনের সহিত সংযোগের অবস্থান, যদি থাকে;

(ঘ) রাস্তা হইতে সাইটে প্রবেশ ও নির্গমন গেইটের অবস্থান ও সংখ্যা;

(ঙ) সাইটের চতুর্দিকের সীমানা ও পরিমাপ;

(চ) সন্নিহিত সড়কসমূহের দৃষ্টে সাইট বা প্লটের দিক নির্দেশনা এবং সাইটের সংলগ্ন রাস্তার প্রস্থ।

১০। **ফ্লোর প্ল্যান**।—ভূগর্ভস্থ ও মেজানাইন তলাসহ ইমারতের সকল তলার ফ্লোর প্ল্যান ১:১০০ (এক অনুপাত একশত) স্কেলের মাপে প্রণয়ন করিতে হইবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকিতে হইবে, যথা:—

(ক) ছাদের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, টেরাস (terrace), যদি থাকে, লিফট মেশিন রুম (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) সিঁড়িঘরের ছাদ এবং পানির আউটলেট প্রদর্শনপূর্বক প্রস্তুতকৃত ছাদের নকশা;

(খ) দরজা ও জানালার অবস্থানসহ সকল কক্ষ ও পরিসরের পরিমাপ, আকৃতি ও অবস্থান এবং উহার ব্যবহার;

(গ) প্রবেশ, নির্গমন, ড্রাইভওয়ে ও পার্কিং এর স্থান প্রদর্শনপূর্বক পার্কিং প্ল্যান; এবং

(ঘ) সিঁড়িঘরসহ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, লিফটকোর, এসকেলেটর, র‌্যাম্প, জরুরি নির্গমন সিঁড়ির অবস্থান ও পরিমাপ।

১১। **ছেদচিত্র**।—গুরুত্বপূর্ণ অংশের পরিমাপসহ কমপক্ষে ২ (দুই) টি সেকশন (লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি) ১:১০০ (এক অনুপাত একশত) স্কেলের মাপে প্রণয়ন করিতে হইবে যাহার মধ্যে অন্তত একটি সিঁড়িঘরকে ছেদ করিবে এবং ছেদচিত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ প্রদর্শন করিতে হইবে, যথা:—

(ক) দেয়াল হইতে বহির্ভাগ প্রসারিত বিভিন্ন অংশের পরিমাপ (ব্যালকনি, সানশেড, ইত্যাদি);

(খ) ভূমিতলের বিদ্যমান ও প্রস্তাবিত লেভেল; এবং

(গ) মেজানাইন তলাসহ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রতি তলার উচ্চতা, কাড় (loft), লিফট মেশিন রুম, যদি থাকে, প্যারাপেটের উচ্চতা, বিদ্যমান ভূমি, সড়ক ও ফুটপাতের প্রেক্ষিতে ভবনের সর্বোচ্চ উচ্চতা।

১২। **উচ্চতা চিত্র**।—ইমারতের সর্বোচ্চ উচ্চতা ও গুরুত্বপূর্ণ পরিমাপসহ সকল দিকের উচ্চতা (elevations) চিত্র ১:১০০ (এক অনুপাত একশত) স্কেলে প্রণয়ন করিতে হইবে।

১৩। **আবেদনের নিষ্পত্তি**।—(১) বোর্ড, অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন প্রাপ্ত আবেদনপত্রটি অসম্পূর্ণ বা ত্রুটিপূর্ণ চিহ্নিত হইলে উহা প্রাপ্তির ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহের জন্য লিখিতভাবে আবেদনকারীকে অনুরোধ জানাইবে।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুযায়ী তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহের অনুরোধ সংবলিত পত্র প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রয়োজনীয় তথ্য ও দলিলাদি বোর্ডের নিকট সরবরাহ করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের মধ্যে উহা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে উক্ত আবেদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) বোর্ড আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পয়ঁতাল্লিশ) দিনের মধ্যে অথবা নূতন তথ্য ও দলিলাদি সরবরাহ করা হইলে উহা প্রাপ্তির তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে যথাযথ পদ্ধতি অনুসরণক্রমে প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পটি শর্তহীন অথবা শর্তসাপেক্ষে ফরম-৩০২ অনুযায়ী অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর বিধান অনুযায়ী আবেদনপত্র অনুমোদিত হইলে আবেদনকারীকে বোর্ডের স্বাক্ষর ও সিলযুক্ত ৩ (তিন) ফর্দ অনুমোদিত নকশা ও দলিলাদি সরবরাহ করা হইবে।

(৫) আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করা হইলে, ইহার কারণ প্রদর্শনপূর্বক ফরম-৩০৩ অনুযায়ী বোর্ড আবেদনকারীকে অবহিত করিবে।

(৬) আবেদন প্রত্যাখ্যান করা হইলে আবেদনকারী উহা অবহিত হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে ফরম-৩০৪ অনুযায়ী বোর্ডের সভাপতির নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(৭) উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর অধীন প্রাপ্ত আপিল নিষ্পত্তির জন্য বোর্ডের সভাপতি, প্রয়োজনে, সিএমইএস (আর্মি), ঢাকা সেনানিবাস-কে আহবায়ক এবং স্টেশন সদর দপ্তর, ঢাকা সেনানিবাস কর্তৃক মনোনীত প্রতিনিধি ও নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড-কে সদস্য করিয়া একটি আপিল সাব-কমিটি গঠন করিবে এবং আপিল সাব-কমিটি আবেদন প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে বোর্ডের সভাপতির নিকট সিদ্ধান্ত সংবলিত সুপারিশ প্রদান করিবে।

(৮) উপ-অনুচ্ছেদ (৭) অনুযায়ী আপিল আবেদন গৃহীত হইলে বোর্ড ফরম-৩০৫ এর মাধ্যমে অনুমোদন, বা আপিল আবেদন গৃহীত না হইলে ফরম-৩০৬ অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করিবে।

১৪। **আবেদনকারীর দায়িত্ব**।—নির্মাণ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আবেদনকারীর দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) অনুমোদিত কারিগরি ব্যক্তি দ্বারা প্রয়োজনীয় হিসাব নিকাশ সংরক্ষণসহ সকল কাঠামোগত, বৈদ্যুতিক, প্লাম্বিং এবং যান্ত্রিক ডিজাইন ও ড্রয়িং প্রস্তুত করা;

(খ) সকল ধরনের উন্নয়ন ও নির্মাণ কাজ কারিগরি ব্যক্তির, যাহাদের বিবরণ পূর্বেই বোর্ডের নিকট প্রদান করা হইয়াছে, তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন করা;

(গ) ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুমোদিত নকশা ও দলিলাদির পরিপন্থি কাজ না করা;

(ঘ) ইমারতের বর্ধিতকরণ, পরিবর্তন অথবা স্থগিত বা অসম্পূর্ণ কাজ সম্পাদনসহ যে কোনো নির্মাণ কাজ শুরু করিবার পূর্বে নির্মাণ প্রকল্পের সকল প্রয়োজনীয় নকশার অনুমোদন গ্রহণ এবং অনুমোদিত সময়সীমার মধ্যে নির্মাণ কাজ সম্পন্নকরণ এবং অনুমোদিত নকশার কপি সাইটে সহজে দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন;

(ঙ) নির্মাণ কাজের ধাপ বা পর্ব সম্পন্নের পূর্বে বা শেষে নিয়োজিত কারিগরি ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদনসহ ফরম-৩০৯ ও ফরম-৩১০ অনুযায়ী বোর্ডকে অবহিতকরণ;

(চ) কাজ শুরু করিবার কমপক্ষে ১৫ (পনেরো) দিন পূর্বে ফরম-৩০৭ অনুযায়ী বোর্ডকে লিখিতভাবে কাজ শুরু করিবার অথবা স্থগিত কাজ পুনরায় শুরু করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের স্বাক্ষরযুক্ত প্রত্যয়ন বা সম্মতিসহ নোটিশ প্রদান;

(ছ) কারিগরি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নূতন নিয়োগ এবং উক্ত বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত না করা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা;

(জ) কোনো কারণে নিয়োগপ্রাপ্ত কারিগরি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাজ বন্ধ হইয়া গেলে উহা ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বোর্ডকে অবহিতকরণ;

(ঝ) প্রকল্পের নির্মাণ কাজ সারণীর বর্ণনা অনুযায়ী কারিগরি ব্যক্তিবর্গ দ্বারা তত্ত্বাবধান করানো;

(ঞ) প্রকল্পে নিয়োজিত কোনো কারিগরি ব্যক্তিকে নূতন নিয়োগ অথবা পরিবর্তন বিষয়ে ফরম-৩০৮ অনুযায়ী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে বোর্ডকে লিখিতভাবে অবহিত করা এবং কারিগরি ব্যক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নূতন নিয়োগপ্রাপ্ত কারিগরি ব্যক্তির দায়িত্ব গ্রহণ না করা এবং তাহার সম্মতি বোর্ডকে অবহিত না করা পর্যন্ত নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা;

(ট) প্রতিটি পর্বের নির্মাণ সম্পন্নকরণের বিষয়ে বোর্ডকে অবহিত করা; এবং

(ঠ) প্রকল্পের স্থাপতিক, কাঠামো, বৈদ্যুতিক, প্লাম্বিং বা সেনেটারি ও যান্ত্রিক ডিজাইন এবং তত্ত্বাবধান, যাহা প্রযোজ্য, করিবার দায়িত্বপ্রাপ্ত সকল কারিগরি ব্যক্তিগণের নাম ঠিকানাসহ তাহাদের সম্মতি বোর্ডকে অবহিতকরণ।

১৫। **কারিগরি ব্যক্তির দায়িত্ব**।—(১) কোনো নির্মাণ কাজে নিয়োজিত কারিগরি ব্যক্তির দায়িত্ব ও কর্তব্য হইবে নিম্নরূপ, যথা:—

(ক) ইমারত বা প্রকল্পের সহিত তাহার সংশ্লিষ্টতার মেয়াদ নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হইবার আগেই ছেদ হইয়া গেলে বিষয়টি ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে ফরম-৩১৩ এর মাধ্যমে আংশিক কাজ তদারকির প্রত্যয়নপত্রসহ বোর্ডকে অবহিতকরণ;

(খ) কাঠামো নকশা (structural design), অগ্নিনির্বাপক অথবা অন্যান্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে সঠিক তথ্য পরিবেশন; এবং

(গ) নির্ধারিত ডিজাইন ও স্পেসিফিকেশনের সহিত যুক্ত এইরূপ কোনো প্রয়োজনীয় তথ্য ও বিবরণ সম্পর্কে সঠিক তথ্য প্রদান।

(২) নির্মাণ কাজ আংশিক বা পূর্ণ সমাপনান্তে বসবাস বা ব্যবহার সনদ গ্রহণের জন্য বোর্ড কর্তৃক নির্মাণ সমাপ্তি সনদ প্রদান না করা পর্যন্ত, এতদ্‌সংশ্লিষ্ট কারিগরি ব্যক্তির দায়িত্বের সংশ্লিষ্টতা থাকিবে।

(৩) এই উপ-আইনের অধীন ইমারত নির্মাণের নিমিত্ত নিযুক্ত কারিগরি ব্যক্তি কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়া উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইলে উহা তাহার গাফিলতি হিসাবে গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তিকে অনধিক ৩ (তিন) বৎসরের জন্য কালো তালিকাভুক্ত করা যাইবে।

১৬। **নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ও তদারকি**।—নির্মাণ কাজ চলিবারকালে আবেদনকারীকে নিম্নবর্ণিত নিরাপত্তামূলক পদক্ষেপ ও তদারকির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) আবাসিক এলাকায় সন্ধ্যা ৬টা হইতে পরদিন সকাল ৬টা পর্যন্ত কোনো যন্ত্রপাতি ব্যবহার বা নির্মাণ পদ্ধতির মাধ্যমে নির্মাণ সাইট বা প্রকল্প স্থানে বিরক্তিকর কোনো আওয়াজ বা পরিস্থিতির সৃষ্টি না করা;

(খ) নির্মাণ প্রকল্পের দ্রব্যাদি ও জিনিসপত্র জনপথে কিংবা ফুটপাতে রাখিয়া জনসাধারণের চলাচলে অসুবিধা সৃষ্টি না করা;

(গ) নির্মাণ স্থলে এবং তাহার চারিপাশে প্রয়োজনীয় এবং যথোপযুক্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা রাখা;

(ঘ) যদি নির্মাণ কাজ কোনো রাস্তায় বা স্থানে জনসাধারণের জন্য বাধা-বিপত্তি অথবা অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাহা হইলে উক্ত স্থানে অস্থায়ী ঘের, জীবনরক্ষাকারী বাধা (shield) এবং বিকল্প চলাচল পথ তৈরি করিয়া, জনসাধারণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা; এবং

(ঙ) প্রয়োজনে, বোর্ডের পরিদর্শনকালে কারিগরি ব্যক্তি দ্বারা নির্মাণ সংশ্লিষ্ট নিরাপত্তা ও তদারকি বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য, ড্রয়িং ও অন্যান্য কাগজপত্র সরবরাহ করিয়া এবং স্ব-খরচে পরীক্ষা করিয়া সহায়তা প্রদান করা।

১৭। **সমাপ্তি প্রতিবেদন**।—(১) নির্মাণ প্রকল্পের আংশিক অথবা সম্পূর্ণ কাজের উপর আবেদনকারী ফরম-৪০১ অনুযায়ী একটি সমাপ্তি প্রতিবেদন দাখিল এবং বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের জন্য আবেদন করিবেন।

(২) প্রতিবেদনের সহিত নিয়োজিত কারিগরি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নির্মাণ কাজের বিষয়ে ফরম-৪০২ অনুযায়ী প্রত্যয়নপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) নিযুক্ত কারিগরি ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ তাহার দায়িত্বপালনকালীন যে সকল কাজের তদারকি করিয়াছেন তদ্‌সংক্রান্ত একটি তদারকি প্রতিবেদন বোর্ড বরাবর দাখিল করিবেন।

(৪) বোর্ড, নির্মাণ প্রকল্প পরিদর্শনপূর্বক, আবেদনকারী বরাবর ফরম-৪০৩ অনুযায়ী বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদান করিবে অথবা নির্মাণ প্রকল্প বা ইমারতটি বসবাস বা ব্যবহারের উপযুক্ত না হইলে কারণ উল্লেখপূর্বক ফরম-৪০৪ অনুযায়ী ব্যবহার সনদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

(৫) আবেদনকারী আবেদন প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে পুনরায় ফরম-৪০৫ অনুযায়ী আবেদন করিতে পারিবেন বা বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের সময়সীমা শেষ হইলে ফরম-৪০৬ অনুযায়ী নবায়নের আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) উপ-অনুচ্ছেদ (৫) এর অধীন বসবাস বা ব্যবহার সনদ নবায়নের আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড ফরম-৪০৭ অনুযায়ী বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়ন করিতে পারিবে বা কারণ উল্লেখপূর্বক ফরম-৪০৮ অনুযায়ী নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়

কমিটি

১৮। **কমিটি গঠন**।—এই উপ-আইনের উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, বোর্ড, প্রয়োজনে, আদেশ দ্বারা এক বা একাধিক সাধারণ বা কারিগরি কমিটি গঠন এবং উহার কার্যপরিধি নির্ধারণ করিতে পারিবে।

চতুর্থ অধ্যায়

কারিগরি ব্যক্তির তালিকা, শ্রেণিবিন্যাস, ইত্যাদি

১৯। **কারিগরি ব্যক্তির তালিকা প্রণয়ন**।—(১) এই উপ-আইন অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধান, প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং অন্য কোনো কাজে জড়িত কারিগরি ব্যক্তিকে বোর্ডের তালিকাভুক্ত হইতে হইবে।

(২) কারিগরি ব্যক্তি হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য কোনো ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে প্রাপ্ত সদস্য সনদ, তাহার সদ্য তোলা পাসপোর্ট সাইজ ছবি, যোগাযোগের ঠিকানা, টেলিফোন বা মোবাইল নম্বর এবং নমুনা স্বাক্ষরসহ আবেদন করিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কারিগরি ব্যক্তি হিসাবে তালিকাভুক্তির জন্য বোর্ডের কারিগরি কমিটির নিকট আবেদন করিতে হইবে।

(৪) বোর্ড আবেদনকারীর দাখিলকৃত কাগজাদি ও তথ্যাদি বিবেচনাপূর্বক তালিকাভুক্তির বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে।

(৫) বোর্ড তালিকাভুক্ত কারিগরি ব্যক্তির হালনাগাদ তালিকা সংরক্ষণ করিবে।

২০। **কারিগরি ব্যক্তির শ্রেণিবিন্যাস**।—ইমারতের ধরন বা ব্যবহার অনুযায়ী কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ যাহারা এই উপ-আইন অনুযায়ী নকশা প্রণয়ন, স্বাক্ষর ও প্রতিবেদন প্রস্তুত করিতে পারিবেন তাহাদের শ্রেণিবিন্যাস ও ন্যূনতম যোগ্যতা সারণী অনুযায়ী হইতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়

ইমারত নির্মাণ নিয়মাবলি

২১। **ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় শর্তাবলি**।—ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ইমারতে একটি মাত্র প্রবেশ বা বাহির পথ থাকিবে যাহা জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান অনুযায়ী প্লট আইডিতে উল্লিখিত রাস্তার আলোকে হইবে এবং অন্যান্য প্লটের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইবে;

(খ) আবাসিক/বাণিজ্যিক/কল্যাণমূলক (জি+১০ এর নিম্নে) ইমারতের সম্মুখে, পশ্চাতে এবং দুই পার্শ্বের সীমানা হইতে নিম্নরূপ উন্মুক্ত স্থান বা সেটব্যাক রাখিতে হইবে, যথা:—

ক্রমিক নং	সাইটের আয়তন	ইমারতের সম্মুখ সীমানা হইতে (মিটার/ফুট)	ইমারতের পশ্চাৎ দিকের সীমানা হইতে (মিটার/ফুট)	ইমারতের দুই পার্শ্বের সীমানা হইতে (মিটার/ফুট)
১।	দুই কাঠা পর্যন্ত (বাণিজ্যিক/কল্যাণমূলক)	১.৫০ মিটার/ (৫'-০")	১.০০ মিটার/(৩'-৪")	০.৮০ মিটার/(২'-৭")
২।	তিন কাঠা পর্যন্ত (আবাসিক)	১.৫০ মিটার/ (৫'-০")	১.৫০ মিটার/(৫'-০")	১.২৫ মিটার/(৪'-১")
৩।	তিন কাঠা পর্যন্ত (বাণিজ্যিক/কল্যাণমূলক)	১.৫০ মিটার/ (৫'-০")	১.০০ মিটার/(৩'-৪")	১.০০ মিটার/(৩'-৪")
৪।	চার কাঠা পর্যন্ত (আবাসিক)	১.৫০ মিটার/(৫'-০")	১.৭৫ মিটার/(৫'-৯")	১.২৫ মিটার/(৪'-১")
৫।	চার কাঠা পর্যন্ত (বাণিজ্যিক/কল্যাণমূলক)	১.৫০ মিটার/(৫'-০")	১.৫০ মিটার/(৫'-০")	১.০০ মিটার/(৩'-৪")
৬।	পাঁচ কাঠা পর্যন্ত ও পাঁচ কাঠার অধিক (আবাসিক)	১.৫০ মিটার/ (৫'-০")	২.০০ মিটার/(৬'-৭")	১.২৫ মিটার/(৪'-১")
৭।	পাঁচ কাঠা পর্যন্ত ও পাঁচ কাঠার অধিক (বাণিজ্যিক/কল্যাণমূলক)	৩.০০ মিটার/ (১০'-০")	২.০০ মিটার/(৬'-৭")	১.৫০ মিটার/(৫'-০")

;

(গ) জি+১০ এবং ইহার উর্ধ্বে আবাসিক বা বানিজ্যিক বা কল্যাণমূলক ইমারতের ক্ষেত্রে ইমারতের সম্মুখে, পশ্চাতে এবং দুই পার্শ্বের সীমানা হইতে নিম্নরূপ উন্মুক্ত স্থান বা সেটব্যাক রাখিতে হইবে, যথা:—

সাইটের আয়তন	ইমারতের সম্মুখ সীমানা হইতে (মিটার/ফুট)	ইমারতের পশ্চাৎ দিকের সীমানা হইতে (মিটার/ফুট)	ইমারতের দুই পার্শ্বের সীমানা হইতে (মিটার/ফুট)
যে কোনো পরিমাণ	১.৫০ মিটার/(৫'-০")	৩.০০ মিটার/ (১০'-০")	৩.০০মিটার/ (১০'-০")

;

(ঘ) কেবল সানশেড সেটব্যাকে তৈরি করা যাইবে;

(ঙ) গ্রাউন্ড ফ্লোর উঁচু বা নিচু করা যাইবে না এবং জেনারেটর ও ট্রান্সফরমার রুম দেয়াল ঘেরা জায়গার মধ্যে তৈরি করিতে হইবে;

(চ) গ্রাউন্ড ফ্লোর অথবা বেজমেন্টের প্রবেশ ও বাহির হইবার র‍্যাম্প কোনোভাবেই নিজ সীমানা বা সেটব্যাক এরিয়া (নিজ বাড়ির গেইট বা দেয়াল) অতিক্রম করিয়া ফুটপাত বা রাস্তা পর্যন্ত সম্প্রসারণ করা যাইবে না;

(ছ) আবাসিক ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে—

(অ) সর্বোচ্চ ৯ (নয়) তলা (ভূ-গর্ভস্থ তলা ব্যতীত জি+৮) ইমারত নির্মাণ করা যাইবে এবং ৯ (নয়) তলার (জি+৮) ছাদ পর্যন্ত ভবনের উচ্চতা প্লিন্থ লেভেল হইতে ৯৬ (ছিয়ানব্বই) ফুটের অধিক হইবে না, মেজানাইন তলাসহ, যদি থাকে, নিচতলার উচ্চতা হইবে সর্বোচ্চ ১৬ (ষোলো) ফুট;

(আ) ৯ (নয়) তলার ছাদে সিঁড়ি ঘর সর্বোচ্চ ৮ (আট) ফুট উচ্চতা পর্যন্ত নির্মাণ করা যাইবে এবং ইমারতের জন্য লিফট ব্যবহারের ক্ষেত্রে ৯ (নয়) তলার ছাদের উপর কেবল একটি মেশিন রুম নির্মাণ করা যাইবে যাহার উচ্চতা সর্বোচ্চ ১৫ (পনেরো) ফুট পর্যন্ত হইবে;

(ই) জলাধার নির্মাণের ক্ষেত্রে মেশিন রুমের জন্য প্রদত্ত সর্বোচ্চ উচ্চতা অতিক্রম করা যাইবে না;

(জ) দফা (ছ)-তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ৯ (নয়) তলার অধিক বহুতল ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে সামরিক বা বেসামরিক বিমানের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চলাচল কোনোভাবে বাধাগ্রস্থ বা ঝুঁকিপূর্ণ নহে মর্মে, বাংলাদেশ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর নিকট হইতে ছাড়পত্র, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হইতে অগ্নি নিরাপত্তা বিষয়ক অনাপত্তি এবং জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্পের উচ্চতা বিষয়ক ছাড়পত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে, যে কোনো উচ্চতা পর্যন্ত ইমারত নির্মাণ করা যাইবে;

(ঝ) এক বা একাধিক ভূ-গর্ভস্থ তলা (basement floor) নির্মাণ করা যাইবে তবে, যাহাতে পার্শ্ববর্তী কোনো স্থাপনার কোনোরূপ ক্ষতি না হয় সেই দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে;

(ঞ) প্লিন্থ লেভেল হইতে ইমারতের উচ্চতা নির্ধারণ করা হইবে এবং প্লিন্থ লেভেলের উচ্চতা সংলগ্ন রাস্তার লেভেল হইতে সর্বনিম্ন ১২ (বারো) ইঞ্চি এবং সর্বোচ্চ ২ (দুই) ফুট ৬ (ছয়) ইঞ্চি হইতে পারিবে, তবে র‌্যাম্পের দৈর্ঘ্য কোনোভাবেই প্লটের সীমানার বাহিরে যাইবে না;

(ট) প্লটের অভ্যন্তরে সেটব্যাক এরিয়ার সামনে এবং পিছনের অংশে গার্ড লিভিং রুম, কিচেন ও টয়লেট এবং গেট সংলগ্ন একটি গার্ড পোস্টসহ সম্মিলিতভাবে সর্বোচ্চ ১২০ (একশত বিশ) বর্গফুট আয়তনের জায়গা ব্যবহার করা যাইবে, যাহার উচ্চতা সর্বোচ্চ ১০ (দশ) ফুট পর্যন্ত হইবে;

(ঠ) ফ্লোর লেভেলে সানশেড করা যাইবে না;

(ড) বেজমেন্টে প্রয়োজনে গাড়ি লিফট ব্যবহার করা যাইবে;

(ঢ) প্রতিটি গাড়ি পার্কিং এর ন্যূনতম আয়তন ১২০ (একশত বিশ) বর্গফুট হইবে;

(ণ) প্যারাপেট ওয়ালের উচ্চতা ৪ (চার) ফুটের অধিক হইবে না;

(ত) মেশিন রুমের উপর পানির জলাধার নির্মাণ করা যাইবে না;

(থ) মাটি রাখিবার শর্ত মানিয়া সম্মুখ, পার্শ্বের ও পশ্চাৎ সেটব্যাক স্পেস ব্যবহার করিতে হইবে;

(দ) সীমানা প্রাচীরের উচ্চতা সংলগ্ন রাস্তার লেভেল হইতে ২.৫০ (দুই দশমিক পাঁচ শূন্য) মিটারের অধিক হইবে না;

(ধ) সেটব্যাক বা উন্মুক্ত স্থানে কোনো ধরনের স্থাপনা তৈরি করা যাইবে না;

(ন) সেটব্যাকের অতিরিক্ত স্পেস ছাড়িয়া ইমারত নির্মাণ করিলে কার্নিশের মাপ কোনো অবস্থাতেই সেটব্যাকের মধ্যে বর্ধিতকরণের পূর্বোক্ত শর্ত ভঙ্গ করা যাইবে না;

(প) পরিকল্পনা অনুযায়ী আইসিটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ফ) নিজ ইমারতে এলপিজি সরবরাহের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ব) ইমারতে বজ্রপাত নিরোধক ব্যবস্থা রাখিতে হইবে;

(ভ) ২ (দুই) বা ততোধিক আবাসিক প্লট একত্রীকরণ করিয়া ইমারত নির্মাণ করা যাইবে না এবং একটি আবাসিক প্লটকে বিভাজন করিয়া একাধিক ইমারত নির্মাণ করা যাইবে না।

২২। **অগ্নি নিরাপত্তা।**—১০ (দশ) তলা এবং ইহার অধিক উচ্চতার ইমারতের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ইমারত ব্যবহারকারীদের সঠিক নিরাপত্তার জন্য অগ্নি নির্বাপক নিরাপত্তার সকল ব্যবস্থা পরিশিষ্ট অনুযায়ী নিশ্চিত করিতে হইবে;

(খ) সকল ইমারতে জরুরি প্রস্থান প্রদর্শনকারী দিকচিহ্ন থাকিতে হইবে; এবং

(গ) যন্ত্রচালিত উঠা নামার ব্যবস্থা, ফায়ার এক্সিট (fire exit) হিসাবে ব্যবহৃত হইবে না।

২৩। **বিভিন্ন তলার নামকরণ ও ভূগর্ভস্থ তলা নির্মাণের শর্তাবলি।**—বিভিন্ন তলার নামকরণ ও ভূগর্ভস্থ তলা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:—

(ক) ইমারতের ভিত্তি নির্মাণ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী ইমারতের, যদি থাকে, যাহাতে কোনো ক্ষতি না হয় সেই দিক বিবেচনায় লইয়া উহার ভিত্তি নকশা ও কার্যপদ্ধতি ঠিক করিতে হইবে;

(খ) ভূ-গর্ভস্থ জলাধার গ্রাউন্ড ফ্লোরে বা ভূ-গর্ভস্থ তলার অভ্যন্তরে নির্মাণ করিতে হইবে;

(গ) ভূ-গর্ভস্থ জলাধার হইতে সেপটিক ট্যাংকের দূরত্ব অন্যূন ২০ (বিশ) ফুট থাকিতে হইবে;

(ঘ) সেপটিক ট্যাংক, সোকওয়েল, সুয়্যারেজ পিট ও লাইন ইমারতের বাহিরের সেটব্যাকের স্থানে তৈরি করিতে হইবে; পরিকল্পনা অনুযায়ী স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট (STP) এর সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য বিল্ডিং কোড অনুসরণ করিতে হইবে;

(ঙ) যেকোনো ইমারতের তলাসমূহ ভূ-গর্ভস্থ তলা (বেজমেন্ট ফ্লোর), নিচ তলা বা প্রথম তলা (গ্রাউন্ড ফ্লোর), দ্বিতীয় তলা (ফার্স্ট ফ্লোর), তৃতীয় তলা (সেকেন্ড ফ্লোর), ইত্যাদি নামে অবহিত হইবে;

(চ) ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্ত পালন করিতে হইবে, যথা:—

(অ) ইমারতের সিঁড়ি ও লিফটের যে অংশ থাকিবে উক্ত অংশে ফায়ার এলার্ম সম্বলিত ব্যবস্থাসহ পর্যাপ্ত অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রপাতি থাকিতে হইবে এবং উহা অগ্নিনিরোধক দেয়াল বা প্রাচীর দিয়া যথাযথভাবে আলাদা রাখিতে হইবে:

(আ) অগ্নি নিরোধক ব্যবস্থার কার্যক্রম অন্যূন ২ (দুই) ঘণ্টাব্যাপী হইবে এবং সমগ্র স্থানটি স্বাভাবিক এবং যান্ত্রিকভাবে বাতাস চলাচলযুক্ত হইতে হইবে;

(ই) ক্লিয়ার হাইট অনধিক ২.৬০ (দুই দশমিক ছয় শূন্য) মিটার (৮'-৬") হইতে হইবে;

(ঈ) টার্নিং এর সুবিধা, গাড়ি ব্যবহারের ক্ষেত্রে, র‍্যাম্প পর্যন্ত থাকিতে হইবে;

(উ) দেয়াল ও মেঝে পানি ও আর্দ্রতারোধক হইতে হইবে;

(ঊ) ভূ-গর্ভস্থ তলায় আবাসিক কক্ষ, রান্নাঘর, স্নানঘর, স্টোর রুম ও টয়লেট নির্মাণ করা যাইবে না, কেবল গাড়ী পার্কিং এর জন্য ব্যবহার করা যাইবে;

(ঋ) যাতায়াতের জন্য রাস্তা হইতে পৃথক র‍্যাম্প বা সিঁড়ির বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে এবং র‍্যাম্পের ঢালের খাড়া অনধিক ১:৮ (এক অনুপাত আট) মিটার বা সিঁড়ির ঢালের খাড়া অনধিক ৩:৫ (তিন অনুপাত পাঁচ) মিটার হইতে হইবে;

(এ) রিটেইনিং ওয়াল এইরূপভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে উহার সর্ববহিরাংশ পার্শ্ববর্তী ইমারতের সীমানা হইতে অন্যূন নিজ সীমানার দিকে ৩০ (ত্রিশ) সেন্টিমিটার ভিতরে থাকে; এবং

(ঐ) সমগ্র স্থানটি স্বাভাবিক এবং যান্ত্রিকভাবে বাতাস চলাচলযুক্ত হইতে হইবে;

(ছ) ভূ-গর্ভস্থ তলা নির্মাণকালে নিম্নবর্ণিত বিশেষ সতর্কতা অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

(অ) পার্শ্ববর্তী ইমারতের ভিত্তির লেভেল বিবেচনা করিয়া কারিগরি নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পূর্বে পার্শ্ববর্তী ইমারতের ও প্রস্তাবিত ইমারতের ভিত্তির লেভেল যদি সমান হয় বা উপরে থাকে তাহা হইলে পার্শ্ববর্তী ইমারতের উর্ধ্বমুখী ওজন (vertical load) বিবেচনা করিয়া উহার ভিত্তির মাটি বা ভিত্তির ব্যাঘাত না ঘটাইয়া উহার শোর পাইলিং, প্যালাসাইডিং, শীট পাইলিং ইত্যাদি নির্মাণ করিয়া সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(আ) পার্শ্ববর্তী ইমারতের ভিত্তির লেভেল প্রস্তাবিত ইমারতের ভিত্তির লেভেলের নিম্নে হইলে প্রস্তাবিত ইমারতের ভিত্তির লেভেলের একটি অংশ যাহাতে পার্শ্ববর্তী ইমারতের ভিত্তির ব্যাঘাত না ঘটায় সেইদিকে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(জ) ভূ-গর্ভস্থ তলা ও ইমারতের নির্মাণ কাজ চলাকালীন কোনো নির্মাণ সামগ্রী রাস্তায় রাখা যাইবে না, এবং ভিত্তির মাটি কাটিবার পর পাম্পিং করিয়া পানি নিষ্কাশন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, পাম্পিং করিয়া পানি নিষ্কাশনের সময় পার্শ্ববর্তী ইমারতের, যদি থাকে, ভিত্তির ক্ষতি করা যাইবে না;

(ঝ) ভূ-গর্ভস্থ তলার কাঠামো মাটি কাটিবার পর অনধিক ২ (দুই) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে এবং উত্তোলিত মাটি তাৎক্ষণিকভাবে নির্মাণ এলাকা হইতে অন্যত্র বা নিচু এলাকায় সরাইয়া লইতে হইবে;

(ঞ) ভূ-গর্ভস্থ তলায় বাহিরের দেয়ালসহ সিগন্যালিং ব্যবস্থা থাকিতে হইবে; এবং

(ট) ভূ-গর্ভস্থ তলার সন্নিকটে কোনো স্থাপনা থাকিলে উক্ত স্থানে প্রি-কাস্ট পাইল পরিহার বা পর্যাপ্ত জায়গা উন্মুক্ত রাখিয়া পাইলিং এর কাজ করিতে হইবে।

২৪। **গাড়ি পার্কিং**।—প্রত্যেক ইমারতে নিম্নরূপ পার্কিং এর ব্যবস্থা রাখিতে হইবে, যথা:—

(ক) কনডোমোনিয়ামের ক্ষেত্রে প্রতি ৩ (তিন) টি গেস্ট রুমের জন্য ১ (এক) টি গাড়ি পার্কিং;

(খ) প্রতি তলার জন্য কমপক্ষে ১ (এক) টি করিয়া গাড়ি পার্কিং হিসাব করিয়া পার্কিং ব্যবস্থা; এবং

(গ) বাণিজ্যিক বা কল্যাণমূলক ইমারতের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা অনুযায়ী পর্যাপ্ত পার্কিং ব্যবস্থা।

২৫। **বিল্ডিং কোড অনুসরণ**।—ইমারতের নকশা প্রণয়ন এবং উহা নির্মাণের ক্ষেত্রে এই উপ-আইনে যে সকল বিষয় বর্ণিত হয় নাই সেই সকল বিষয়ে Building Construction Act, 1952 (Act No. II of 1953) এবং Bangladesh National Building Code, (BNBC) 2020 অনুসরণ করিতে হইবে।

২৬। **পরিদর্শন**।—বোর্ড প্রতিটি পর্বের নির্মাণ সম্পন্নকরণ সংক্রান্ত বিষয় অবহিত হইবার পর উহা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিবে এবং ৭ (সাত) দিনের মধ্যে প্লিন্থ লেভেল পরবর্তী নির্মাণ কাজ অগ্রসরের জন্য ফরম-৩১১ অনুযায়ী সম্মতি অথবা কারণসহ ফরম-৩১২ অনুযায়ী অসম্মতি প্রদান করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপর-বর্ণিত ৭ (সাত) দিনের মধ্য সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করিলে নির্মাণ কাজ চলমান থাকিবে।

২৭। **পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল**।—ইমারত নির্মাণের নিম্নবর্ণিত পর্বে কারিগরি কমিটি পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করিবে, যথা:—

(ক) প্রথম পর্ব- পাইলিং শেষে, পাইল ক্যাপ নির্মাণের পূর্বে ও প্লিন্থ বা গ্রেড বীম ঢালাইয়ের পূর্বে;

(খ) দ্বিতীয় পর্ব- প্রতি তলা ঢালাইয়ের পূর্বে ও পরে;

(গ) তৃতীয় পর্ব- ছাদের সিঁড়িঘর ও মেশিন রুম নির্মাণের পূর্বে;

(ঘ) চতুর্থ পর্ব- সঠিক কাজ সম্পন্ন শেষে কারিগরি কমিটি পুনঃমূল্যায়নপূর্বক সঠিকতা প্রতিবেদন দাখিল করিবে এবং এই প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করিয়া বোর্ড নির্মাণ কাজ সম্পন্নের ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

ফরম-৩০১ক

[অনুচ্ছেদ -৩ দ্রষ্টব্য]

আবেদনকারীর ছবি ১ (এক) কপি

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

নির্মাণ অনুমোদনের জন্য আবেদনপত্র

ক্রমিক নং................

১। প্লট মালিকের নাম:

২। প্লট মালিকের বর্তমান ঠিকানা:

৩। প্রস্তাবিত প্লটের আইডি:

৪। প্রকল্প হইতে প্লট সরেজমিনে গ্রহণের তারিখ:

৫। বাহুর মাপসহ প্লটের পরিমাণ: দৈর্ঘ্য...............মিটার, প্রস্থ.................মিটার, ক্ষেত্রফল.....................বর্গমিটার।

৬। অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type) ....

৭। ভূমির মোট ভূ-পৃষ্ঠস্থ আচ্ছাদিত অংশের ক্ষেত্রফল .... বর্গমিটার।

৮। প্লিন্থের উপরে সর্বমোট ফ্লোরের সংখ্যা .... টি এবং বেসমেন্টে ফ্লোরের সংখ্যা .... টি।

৯। মোট তলা/ফ্লোরের ক্ষেত্রফল .... বর্গমিটার।

১০। নির্মিতব্য ইমারত বা প্রকল্পের বিবরণ (প্রয়োজনে তালিকাটি বিস্তৃত করা যাইতে পারে):

	ব্যবহার-১ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-২ (বর্গমিটার)	ব্যবহার-৩ (বর্গমিটার)	মোট ফ্লোর (বর্গমিটার)
বেসমেন্ট				
নিচতলা				
দোতলা				
তিনতলা				
চারতলা				
পাঁচতলা				
ছয়তলা				
সাততলা				
আটতলা				
নয়তলা				

মোট তলা/ফ্লোরের ক্ষেত্রফল .... বর্গমিটার।

১১। মাস্টার প্ল্যানে প্রদর্শিত পথ ও প্রথম প্রাপ্ত তলের উচ্চতার নকশা:

১২। নির্মাণ অনুমোদনের জন্য পেশকৃত ফি, দলিলাদি ও নকশার তালিকা:

ক্রমিক নং	বিবরণ	হ্যাঁ	না	প্রযোজ্য নহে
১।	স্বত্বাধিকারী ইজারা দলিল/ক্রয় দলিল/হেবা/অন্যান্য			
২।	সরকার কর্তৃক বরাদ্দকৃত ভূমি হইলে ইহার দলিলাদি ও অনুমতি পত্র			
৩।	ফি প্রদানের রশিদ			
৪।	ভূমি ব্যবহারের ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৫।	বিশেষ প্রকল্প ছাড়পত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৬।	ইনডেমনিটি বন্ড (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৭।	মৃত্তিকা পরীক্ষার প্রতিবেদন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৮।	বিধি মোতাবেক যাবতীয় নকশা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
৯।	বিধি মোতাবেক গৃহীত ব্যবস্থা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			
১০।	সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বোর্ডের ছাড়পত্র/অনাপত্তিপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)			

আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, উপরি-বর্ণিত তথ্যসমূহ জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প (ইমারত নির্মান) উপ-আইন, ২০২৩ এ বর্ণিত বিষয়াদির উপযুক্ততা পূরণ করে এবং আমার/আমাদের জ্ঞান অনুযায়ী প্রদত্ত তথ্যাবলী সঠিক। ইহা ছাড়া উক্ত উপ-আইনের আওতায় অন্য যেকোনো প্রদেয় তথ্যাবলি/দলিলাদি প্রদানে বাধ্য থাকিব। যেকোনো ভুল তথ্য প্রদান বা অসামঞ্জস্যতার কারণে নির্মাণ অনুমোদনপত্র প্রদান করিবার পরেও ভবিষ্যতে ইহা বাতিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:....................................

নাম:..

ঠিকানা:..

মোবাইল নং:..

ই-মেইল:..

হোয়াটস অ্যাপ নং:..

তারিখ:...

প্লট মালিক/বৈধ উত্তরাধিকারীর বিবরণ

স্বাক্ষর:...

বিএ নং:...

পদবি:..

নাম:..

পিতা/মাতার নাম

(বৈধ উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে):.............................

মোবাইল নং:...

তারিখ:..

ফরম-৩০১খ
[অনুচ্ছেদ ৫(খ) দ্রষ্টব্য]

ইনডেমনিটি বন্ড
(গভীর ভিত্তি, পাইলিং ও বেজমেন্টের জন্য)
(৩০০/- টাকা মূল্যের নন-জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পের উপর)

এই ইনডেমনিটি বন্ড জনাব/বেগম ...., পিতা/স্বামী/স্ত্রী ....থানা..................জেলা ...., কর্তৃক ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের বরাবরে সম্পাদিত।

ভূমির অবস্থান:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

যেহেতু সম্পাদনকারী ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড বরাবরে উল্লিখিত ভূমিতে গভীর ভিত্তি/পাইলিং/ বেজমেন্ট অনুমোদনের জন্য একটি প্ল্যান দাখিল করিয়াছেন;

যেহেতু ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা পূর্বে বর্ণিত গভীর ভিত্তি, পাইলিং ও বেজমেন্ট নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে অনুমোদনের জন্য সম্মত হইয়াছে;

যেহেতু মালিক/স্বত্বাধিকারী উক্তরূপ গভীর ভিত্তি, পাইলিং ও বেজমেন্ট নির্মাণ সংলগ্ন ভূমি, বাড়ি, রাস্তা, ড্রেন, পানির লাইন ইত্যাদির কোনো ক্ষয়ক্ষতি হইলে সেই বিষয়ে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকাকে দায়মুক্তি প্রদানের বিষয়ে সম্মত রহিয়াছেন; এবং

যেহেতু সম্পাদনকারী এই মর্মে সম্মত হইয়াছেন যে, গভীর ভিত্তি, পাইলিং ও বেজমেন্ট নির্মাণের অনুমোদনকালে বোর্ড যে সকল শর্তাবলি আরোপ করিবে উহা সম্পাদনকারী মানিয়া চলিবে;

সেহেতু এক্ষণে উপস্থিত সাক্ষীগণের সম্মুখে নিম্নবর্ণিত শর্তে অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করা হইল:

(১) গভীর ভিত্তি, পাইলিং ও বেজমেন্ট নির্মাণের জন্য স্বত্বাধিকারীর নকশাসমূহের অনুমোদন বিবেচনায় সম্পাদনকারী এইভাবে দায়িত্বভার পালন করিবেন যে, সকল সময়ের জন্য বোর্ডকে নির্দোষ এবং যেকোনো ধরনের ক্ষতিসাধন কিংবা দায়বদ্ধতা হইতে মুক্ত রাখিবে। উহার ভিত্তি খননের সময় হোক বা নির্মাণকালে অথবা উক্ত নির্মাণের পরেই হোক না কেন, সংলগ্ন সম্পত্তিতে নির্মাণ বা কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো ধরনের আঘাত বা ক্ষতির কারণ ঘটাইতে পারে বা গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেজমেন্ট নির্মাণের ঘটনার ফলাফল হিসেবে যাহা ঘটিবে তাহার দায়-দায়িত্ব হইতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা মুক্ত থাকিবে;

(২) স্বত্বাধিকারী এই মর্মে সম্মত রহিয়াছেন যে, স্বত্বাধিকারীকে গভীর ভিত্তি, পাইলিং ও বেজমেন্ট নির্মাণের জন্য বোর্ড কর্তৃক অনুমোদন প্রদানের পরিপ্রেক্ষিতে কিংবা স্বত্বাধিকারী কর্তৃক যে উপায়ে গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেজমেন্ট নির্মাণ কাজ করিতেছেন তাহার পরিপ্রেক্ষিতে বা উল্লিখিত অনুমোদনের পরিণামে সৃষ্ট অবস্থার কারণে বোর্ডের বিরুদ্ধে যে কোনো ব্যক্তিবর্গের দাবি উত্থাপনের ঘটনায়, সম্পাদনকারী হিসেবে দায়ী হইবেন এবং দায়ভার গ্রহণ করিবেন;

(৩) সম্পাদনকারী এই মর্মে আরও সম্মত রহিয়াছেন যে, বোর্ডের নিকট দায় পূরণের জামানত হিসাবে বোর্ডকে যে কোনো পরিমাণ অর্থ দিতে বাধ্য থাকিবেন, যাহা বোর্ড কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে প্রদান করিতে হইবে। গভীর ভিত্তি/পাইলিং/বেজমেন্ট নির্মাণ বিষয়ে কোনো আইনগত কার্যধারা চালু হইলে সেই আইনগত কার্যধারায় বোর্ড যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করিবে তাহাও সম্পাদনকারী প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন;

(৪) সম্পাদনকারী কর্তৃক সম্পাদিত এই অঙ্গীকারনামাকে কোনোরূপ ক্ষুণ্ণ না করিয়া সম্পাদনকারী ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকাকে এই বিষয়ে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন যাহা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকাকে এই সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো ব্যক্তিকে প্রদান করিতে হইবে;

(৫) স্বত্বাধিকারী এই মর্মে অবগত রহিয়াছেন যে, জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প, স্বত্বাধিকারী এবং ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা এর সহিত সমন্বয়কারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করিতেছে; এবং

(৬) স্বত্বাধিকারী এই মর্মে সম্মতি প্রদান ও অঙ্গীকার প্রদান করিতেছেন যে, এই বন্ড সকল সময় কার্যকর থাকিবে এবং সম্পাদনকারী সকল সময় ইহাতে বর্ণিত শর্তাদি পালন করিবেন।

ইহাতে উপস্থিত সাক্ষীগণের সম্মুখে সম্পাদনকারী বন্ডের মর্ম অবগত হইয়া স্বেচ্ছায় অদ্য .... তারিখে অত্র অঙ্গীকারনামায় স্বাক্ষর করিলেন।

....

সম্পাদনকারী

....

জামানতকারী/ক্ষতিপূরণকারীর স্বাক্ষর

নাম:..................................

ঠিকানা ....

মোবাইল নং ....

১। সাক্ষীর স্বাক্ষর ....

নাম:..

ঠিকানা:......................................

মোবাইল নং ....

২। সাক্ষীর স্বাক্ষর ....

নাম:..

ঠিকানা:......................................

মোবাইল নং ....

ফরম-৩০২

[অনুচ্ছেদ ১৩(৩) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

নির্মাণ অনুমোদন পত্র

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type) ………………..

স্মারক নং- ………………………………..
তারিখ:……………………….

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর: ……………………..

প্রতি

জনাব/বেগম…………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

আপনার/আপনাদের ………………………………….তারিখের আবেদন বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত ভূমি/প্লট এ নিম্নবর্ণিত শর্তে ………………………………… ইমারত/প্রকল্প নির্মাণকল্পে অনুমতি প্রদান করা হইল।

প্রস্তাবিত ভূমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম:	(খ) সেক্টর নং :
(গ) রাস্তা নং:	(ঘ) প্লট নং :
(ঙ) প্লট আইডি :	(চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

<u>শর্তাবলি:</u>

(১) অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। যদি নির্মাণ অনুমোদন পত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোনো কাজ করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে বোর্ড আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(২) জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প (ইমারত) নির্মাণ উপ-আইন, ২০২৩ অনুযায়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভের পূর্বে এবং নির্মাণ কাজ প্লিন্থ লেভেলে পৌঁছানোর পর নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়টি বোর্ডকে অবহিত করিতে হইবে;

(৩) বোর্ড কর্তৃক যথানিয়মে কাজের কমপ্লিশন সার্টিফিকেট প্রদান না করা পর্যন্ত নির্মিত ইমারত/প্রকল্পের ব্যবহার আরম্ভ করা যাইবে না;

(৪) এই অনুমোদন প্রস্তাবিত ভূমি বা প্লটের কোনো আইনগত অধিকার, দখল বা মালিকানা প্রদান করে না;

(৫) নকশায় বর্ণিত ভূমি/প্লটের দখলীয় স্বত্ব লইয়া কোনো বিবাদ থাকিলে অথবা অত্র অনুমতি পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ ভঙ্গ করা হইলে অথবা আবেদনকারীর প্রদত্ত বিবরণসমূহ অসত্য হইলে অথবা কোনো প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গোপন রাখা হইলে অথবা যে উদ্দেশ্যে নকশা অনুমতি চাওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে নকশা অনুমোদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(৬) এই অনুমোদনের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত নকশার অনুমোদন বলবৎ থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ আরম্ভ না করা হইলে সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে যথোপযুক্ত ফি জমাপ্রদানপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে নবায়ন করিতে হইবে;

(৭) এই অনুমোদন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হুকুম দখলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নহে। সরকার যেকোনো সময় সম্পত্তি হুকুম দখল করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো বাধা থাকিবে না;

(৮) ভূ-গর্ভস্থ তলা (বেজমেন্ট) অথবা ইমারতের ভিত্তির কাজ আরম্ভ করিবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। নির্মাণ কাজ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী জায়গায় বা ইমারতের যাহাতে কোনো ক্ষতিসাধন না হয় এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী ইমারত বা ইমারতের ভিত্তি রক্ষার্থে শোর পাইলিং (shore pile) করিতে হইবে। আপনার নির্মাণ কাজের কারণে পার্শ্ববর্তী বাড়ি, রাস্তা, ড্রেন, পানির লাইন, ইত্যাদির কোনো ক্ষতি হইলে আপনাকে উহার দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইবে;

(৯) কাঠামো নকশা প্রণয়নে এবং নির্মাণ কাজ চলিবারকালে ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(১০) যে কোনো নির্মাণ কাজের জন্য বিল্ডিং কোডের অন্যান্য শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে।

তারিখ:............................ ....

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

অথবা

অথরাইজড অফিসার

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। ....

২। ....

৩। ....

৪। ....

সংযুক্ত: অনুমোদিত নকশা।

ফরম-৩০৩

[অনুচ্ছেদ ১৩(৫) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

নির্মাণ অনুমোদন প্রত্যাখ্যান

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type): ………………..

স্মারক নং: ....
তারিখ:.............................

নির্মাণ অনুমোদন প্রত্যাখ্যান নম্বর: ....

প্রতি

জনাব/বেগম...

....

....

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে, বোর্ড আপনার/আপনাদের............................তারিখের আবেদন পর্যালোচনাক্রমে আবেদনকৃত ইমারত নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করিল না।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

আপনার/আপনাদের নির্মাণ অনুমোদনের আবেদনপত্রটি নিম্নবর্ণিত কারণে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে প্রত্যাখানের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে আপিল করিবার সুযোগ রহিয়াছে।

তারিখ:…………………………..   ………………………………..

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

অথবা

অথরাইজড অফিসার

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। ....

২। ....

৩। ....

৪। ....

ফরম-৩০৪
[অনুচ্ছেদ ১৩(৬) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

নির্মাণ অনুমোদন আবেদন প্রত্যাখানের প্রেক্ষিতে আপিল আবেদন

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type) ……………….

নির্মাণ অনুমোদন প্রত্যাখ্যান নম্বর: ………………… তারিখ: ………………………

প্রতি

সভাপতি

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

আমি/আমরা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ভূমি/প্লটে নির্মাণ অনুমোদন প্রত্যাখানের বিরুদ্ধে আপিল করিতেছে।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

আমার/আমাদের আপিল নিম্নবর্ণিত কারণে পুনঃসমীক্ষাযোগ্য:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

অনুগ্রহ করিয়া উপরি-উল্লিখিত কারণে আমাকে/আমাদেরকে নির্মাণ অনুমোদন প্রদানের জন্য বোর্ড বরাবরে সুপারিশ করিবার অনুরোধ জানাইতেছি।

তারিখ:………………………

আবেদনকারীর স্বাক্ষর: ……………………………………

নাম:…………………………………………………………

ঠিকানা:……………………………………………………

মোবাইল নং………………………………………………

সংযুক্ত: নির্মাণ অনুমোদনের প্রত্যাখানের কপি।

ফরম-৩০৫

[অনুচ্ছেদ ১৩(৮) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

নির্মাণ অনুমোদন পত্রের আপিল আবেদন অনুমোদন

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type): …………………..

স্মারক নং: ………………………………
তারিখ:………………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর: ………………………

প্রতি

জনাব/বেগম…………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

আপনার/আপনাদের ………………………………….তারিখের আবেদন বিবেচনায় নিম্নবর্ণিত ভূমি/প্লট এ নিম্নবর্ণিত শর্তে ………………………………… ইমারত/প্রকল্প নির্মাণকল্পে অনুমতি প্রদান করা হইল।

প্রস্তাবিত ভূমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম:
(খ) সেক্টর নং :
(গ) রাস্তা নং:
(ঘ) প্লট নং :
(ঙ) প্লট আইডি :
(চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

শর্তাবলি:

(১) অনুমোদিত নকশা অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পাদন করিতে হইবে। যদি নির্মাণ অনুমোদন পত্রের নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া কোনো কাজ করা হয়, তাহা হইলে বোর্ড, সংশ্লিষ্ট সকলের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(২) জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প (ইমারত) নির্মাণ উপ-আইন, ২০২৩ অনুযায়ী নির্মাণ কাজ আরম্ভের পূর্বে এবং নির্মাণ কাজ প্লিন্থ লেভেলে পৌঁছানোর পর নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে সামগ্রিক বিষয়টি বোর্ডকে অবহিত করিতে হইবে;

(৩) বোর্ড কর্তৃক যথানিয়মে কাজের কমপ্লিশন সার্টিফিকেট প্রদান না করা পর্যন্ত নির্মিত ইমারত/প্রকল্পের ব্যবহার আরম্ভ করা যাইবে না;

(৪) এই অনুমোদন প্রস্তাবিত ভূমি বা প্লটের কোনো আইনগত অধিকার, দখল বা মালিকানা প্রদান করে না;

(৫) নকশায় বর্ণিত ভূমি/প্লটের দখলীয় স্বত্ব লইয়া কোনো বিবাদ থাকিলে অথবা অত্র অনুমতি পত্রে উল্লিখিত শর্তসমূহ ভঙ্গ করা হইলে অথবা আবেদনকারীর প্রদত্ত বিবরণসমূহ অসত্য হইলে অথবা কোনো প্রয়োজনীয় তথ্যাদি গোপন রাখা হইলে অথবা যে উদ্দেশ্যে নকশা অনুমতি চাওয়া হইয়াছে সেই উদ্দেশ্য ভিন্ন অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হইলে নকশা অনুমোদন বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে;

(৬) এই অনুমোদনের তারিখ হইতে ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত নকশার অনুমোদন বলবৎ থাকিবে এবং এই সময়ের মধ্যে নির্মাণ কাজ আরম্ভ না করা হইলে সময়সীমা অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে যথোপযুক্ত ফি জমাপ্রদানপূর্বক আবেদনের মাধ্যমে নবায়ন করিতে হইবে;

(৭) এই অনুমোদন সরকারি, আধা-সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক হুকুম দখলের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক নহে। সরকার যেকোনো সময় সম্পত্তি হুকুম দখল করিয়া লইতে পারেন। ইহাতে প্রচলিত আইন অনুযায়ী কোনো বাধা থাকিবে না;

(৮) ভূ-গর্ভস্থ তলা (বেজমেন্ট) অথবা ইমারতের ভিত্তির কাজ আরম্ভ করিবার ২ (দুই) মাসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে। নির্মাণ কাজ চলাকালীন পার্শ্ববর্তী জায়গায় বা ইমারতের কোনো ক্ষতিসাধন যাহাতে না হয় এই লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ পার্শ্ববর্তী ইমারত বা ইমারতের ভিত্তি রক্ষার্থে শোর পাইলিং (shore pile) করিতে হইবে। আপনার নির্মাণ কাজের কারণে পার্শ্ববর্তী বাড়ি, রাস্তা, ড্রেন, পানির লাইন, ইত্যাদির কোনো ক্ষতি হইলে আপনাকে উহার দায়-দায়িত্ব বহন করিতে হইবে;

(৯) কাঠামো নকশা প্রণয়নে এবং নির্মাণ কাজ চলিবারকালে ভূমিকম্প সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ নিশ্চিত করিতে হইবে; এবং

(১০) যে কোনো নির্মাণ কাজের জন্য বিল্ডিং কোডের অন্যান্য শর্তাবলি প্রযোজ্য হইবে।

তারিখ:............................ ....

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

অথবা

অথরাইজড অফিসার

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। ....

২। ....

৩। ....

৪। ....

সংযুক্ত: অনুমোদিত নকশা।

ফরম-৩০৬

[অনুচ্ছেদ ১৩(৮) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ঢাকা
নির্মাণ অনুমোদন পত্রের আপিল আবেদন প্রত্যাখ্যান

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type) …………………..

স্মারক নং- .... তারিখ: ………………

আপিল আবেদন প্রত্যাখ্যান নম্বর: ……………………….

প্রতি

………………………………

………………………………

………………………………

আপনার/আপনাদের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে আপনার/আপনাদের ……………………….. তারিখের নির্মাণ অনুমোদন আপিল আবেদনটি গৃহীত হয় নাই।

এতদ্‌প্রেক্ষিতে বোর্ড ইমারত নির্মাণের অনুমোদন প্রদান করিল না।

প্রস্তাবিত ভূমি/প্লট এর অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

আমার/আমাদের নির্মাণ অনুমোদনের আবেদন পত্রটি নিম্নবর্ণিত কারণে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

তারিখ:………………………….. ……………………………….

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
অথবা
অথরাইজড অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। ……………………………

২। ……………………………

৩। ……………………………

সংযুক্ত: দাখিলকৃত নকশা।

ফরম-৩০৭

[অনুচ্ছেদ ১৪(চ) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

নির্মাণ কাজ শুরু অবহিতকরণ ও কারিগরি ব্যক্তিবর্গের প্রত্যয়ন বা সম্মতি

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:……………..

তারিখ: ………………………………

প্রতি

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

আমি/আমরা এই মর্মে জানাইতেছি যে, নিম্নবর্ণিত ভূমি/প্লটে ইমারত নির্মাণ/পুনঃনির্মাণ/অপসারণ/উপকরণ পরিবর্তনের জন্য স্মারক নং …………………………………… তারিখ ………………………… এর মাধ্যমে প্রাপ্ত অনুমোদন অনুযায়ী আগামী ……………………………… তারিখে কাজ আরম্ভ করা হইবে।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও তারিখ…………………………………

নাম:…………………………………………………

ঠিকানা:………………………………………………

মোবাইল নং……………………………………………

ই-মেইল:………………………………………………

উপরি-উল্লিখিত ইমারত বা প্রকল্পের নির্মাণ কাজের সহিত আমি/আমার সংশ্লিষ্টতা প্রত্যয়ন করিতেছি।

স্থপতি

স্বাক্ষর...

নাম..

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....

ঠিকানা:...

মোবাইল নং...

তারিখ ....

পুর/কাঠামো প্রকৌশলী

স্বাক্ষর...

নাম..

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....

ঠিকানা:...

মোবাইল নং..

তারিখ ....

যান্ত্রিক প্রকৌশলী

স্বাক্ষর...

নাম..

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....

ঠিকানা:...

মোবাইল নং..

তারিখ ....

তড়িৎ প্রকৌশলী

স্বাক্ষর...

নাম..

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....

ঠিকানা:...

মোবাইল নং...

তারিখ ....

<u>প্লাম্বিং/স্যানেটারি প্রকৌশলী</u>

স্বাক্ষর...

নাম...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....

ঠিকানা:..

মোবাইল নং...

তারিখ ....

<u>ফায়ার ফাইটিং/সেপটিক বিশেষজ্ঞ</u>

স্বাক্ষর...

নাম...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....

ঠিকানা:..

মোবাইল নং..

তারিখ ....

<u>ডিপ্লোমা প্রকৌশলী</u>

স্বাক্ষর...

নাম...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....

ঠিকানা:..

মোবাইল নং..

তারিখ ....

<u>ডিপ্লোমা স্থপতি</u>

স্বাক্ষর...

নাম...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....

ঠিকানা:..

মোবাইল নং...

তারিখ ....

ফরম-৩০৮

[অনুচ্ছেদ ১৪(ঞ) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

কারিগরি জনবল পরিবর্তনের আবেদন

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:.................

তারিখ: ....

প্রতি

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত ....তারিখের নির্মাণ অনুমোদনপত্র মোতাবেক নিম্নবর্ণিত ভূমিতে ইমারত নির্মাণের কাজ চলিতেছে।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

নিম্নবর্ণিত কারিগরি ব্যক্তি (যাহার সম্মতি নিম্নে প্রদত্ত) ইতঃপূর্বে নিয়োজিত ব্যক্তির পরিবর্তে বর্ণিত দায়িত্ব পালন করিবেন:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর.....................................

নাম:...

ঠিকানা..

মোবাইল নং..

ই-মেইল...

তারিখ: ....

আমি/আমরা এই মর্মে উপরি-উক্ত প্রকল্প বা ইমারত নির্মাণে আমার/আমাদের অংশগ্রহণের সম্মতি জ্ঞাপন করিতেছি।

নবাগত কারিগরি ব্যক্তি	পুরাতন কারিগরি ব্যক্তি
স্বাক্ষর...	স্বাক্ষর...
নাম..	নাম...
নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন).....................	নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন) ....
ঠিকানা...	ঠিকানা..
মোবাইল নং..	মোবাইল নং.......................................
তারিখ	তারিখ ....

বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক কারিগরি জনবল পরিবর্তনের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে।

ফরম-৩০৯

[অনুচ্ছেদ ১৪(ঙ) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত কার্যসম্পন্ন অবহিতকরণ

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type) ....

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:.................

তারিখ: ....

প্রতি

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

আমি/আমরা এই মর্মে জানাইতেছি যে, নিম্নবর্ণিত ইমারতের প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত নির্মাণ কাজ অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সম্পন্ন করিয়াছি।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম:	(খ) সেক্টর নং :
(গ) রাস্তা নং:	(ঘ) প্লট নং :
(ঙ) প্লট আইডি :	(চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

এই প্রসঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারিগরি ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক প্রদত্ত সনদপত্র এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।

আবেদনকারীর স্বাক্ষর...

নাম:...

ঠিকানা :...

....

মোবাইল নং...

ই-মেইল: ....

তারিখ: ....

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

ফরম-৩১০

[অনুচ্ছেদ ১৪(ঙ) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত কার্যসম্পাদন সম্পর্কে কারিগরি ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:……………..

তারিখ: ………………………………

প্রতি

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

আমি/আমরা এই মর্মে জানাইতেছি যে, নিম্নবর্ণিত ভূমিতে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্মাণ অনুমোদন নং ………………………… তারিখ …………………………অনুযায়ী উক্ত ইমারত বা প্রকল্পের প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত কাজ আমার/আমাদের তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হইয়াছে।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

স্বাক্ষর (স্থপতি/প্রকৌশলী)…………………………………………

নাম:……………………………………………………………

পেশা:…………………………………………………………

নিবন্ধন নং(পেশাজীবী সংগঠন):…………………………………

ঠিকানা:………………………………………………………

…………………………………………………………………

মোবাইল নং……………………………………………………

তারিখ: ………………………………………………………

সংযুক্ত: বিস্তারিত প্রতিবেদন।

ফরম-৩১১
[অনুচ্ছেদ ২৬ দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ঢাকা
প্লিন্থ লেভেল পরবর্তী কার্যের সম্মতিপত্র

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

স্মারক নং- তারিখ: …………………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:……………………………

জনাব/বেগম………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

আপনার/আপনাদের………………………………তারিখের আবেদনে প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত কার্যসম্পাদনের বিষয়ে অবহিতকরণের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, উল্লিখিত ভূমিতে নির্মাণাধীন ইমারতের প্লিন্থ লেভেল পরবর্তী নির্মাণকার্য অগ্রসরের জন্য এতদ্দ্বারা সম্মতি প্রদান করা হইল।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

তারিখ:………………………….. ………………………………

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
অথবা
অথরাইজড অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। …………………………………………

২। …………………………………………

৩। …………………………………………

৪। …………………………………………

ফরম-৩১২
[অনুচ্ছেদ ২৬ দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ঢাকা
প্লিন্থ লেভেল পরবর্তী কার্যের অসম্মতিপত্র

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

স্মারক নং-………………………… তারিখ: ……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:………………………

প্রতি

জনাব/বেগম…………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

আপনার/আপনাদের……………………………তারিখের আবেদনে প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন বিষয়ে অবহিতকরণের প্রেক্ষিতে জানানো যাইতেছে যে, উল্লিখিত ভূমিতে নির্মাণাধীন ইমারত অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সম্পন্ন না হওয়ায় প্লিন্থ লেভেল পরবর্তী নির্মাণকার্য অগ্রসরের জন্য সম্মতি প্রদান করা গেল না।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

আপনার/আপনাদের প্লিন্থ লেভেল পরবর্তী নির্মাণকাজ অগ্রসরের জন্য সম্মতিপত্রের আবেদনপত্রটি নিম্নবর্ণিত কারণে প্রত্যাখান করা হইয়াছে:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

অনুমোদিত নকশা মোতাবেক প্লিন্থ লেভেল পর্যন্ত কাজটি সম্পন্ন করিয়া পরবর্তী নির্মাণকাজ অগ্রসরের সম্মতিপত্রের জন্য আপনাকে/আপনাদেরকে বোর্ডের নিকট পুনরায় আবেদন করিতে হইবে।

তারিখ:............................ ....

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
অথবা
অথরাইজড অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। ....

২। ....

৩। ....

ফরম-৩১৩

[অনুচ্ছেদ ১৫(১)(ক) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

আংশিক কার্য তদারকির প্রত্যয়নপত্র

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:………………………

তারিখ: ………………………

প্রতি

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

জনাব

আমি এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ……………… তারিখের নির্মাণ অনুমোদনপত্র নম্বর………………………… অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত ভূমিতে ইমারত নির্মাণকার্য আংশিক তদারকি করিয়াছি। আমার তদারকির মেয়াদ ছিল ……………………… হইতে………………………তারিখ পর্যন্ত। উক্ত সময়ে নির্মিত ইমারত/প্রকল্পের নির্মাণকার্যের প্রতিবেদন এতদসংগে সংযুক্ত করা হইল।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম:

(খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং:

(ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি :

(চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

স্বাক্ষর (স্থপতি/প্রকৌশলী)………………………………

নাম:……………………………………………

পেশা: ……………………………………………

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন):………………………

ঠিকানা …………………………………………

মোবাইল নং…………………………………

তারিখ:…………………………………………

সংযুক্ত: আংশিক কাজ তদারকির বিস্তারিত প্রতিবেদন।

ফরম-৪০১

[অনুচ্ছেদ ১৭(১) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

সমাপ্তি অবহিতকরণ (completion report) ও বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট) এর জন্য আবেদন (সম্পূর্ণ সমাপ্ত/আংশিক সমাপ্ত)

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:…………………………

তারিখ: ……………………….

প্রতি

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

আমি/আমরা আপনার দপ্তরকে এই মর্মে অবহিত করিতেছি যে, ………………………. তারিখে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত ইমারত নির্মাণ অনুমোদনপত্র মোতাবেক ইমারত বা প্রকল্পটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হইয়াছে। এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কারিগরি ব্যক্তিবর্গের প্রতিবেদন, তাঁহাদের স্বাক্ষরিত মূল নকশার অনুলিপি, প্রতিবেদন ও সমাপ্ত ভবনের নকশার ৪ (চার) ফর্দ সংযুক্ত করা হইল।

আমি/আমরা, আপনার প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইমারত/প্রকল্পটি পরিদর্শন ও তদ্‌পরবর্তী অকুপেন্সি সার্টিফিকেটের জন্য আবেদন করিতেছি।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

নির্মিত ইমারতের ফ্লোর/অংশের বিবরণ (পূর্ণ সমাপ্ত/আংশিক সমাপ্ত)

(প্রয়োজন মোতাবেক ছকটি সম্প্রসারণ করা যাইবে):

তল/ব্যবহারের ধরন		আংশিক সমাপ্ত (বর্গ মিটার)	পূর্ণ সমাপ্ত (বর্গ মিটার)	মেঝের মোট ক্ষেত্রফল (বর্গ মিটার)
বেসমেন্ট-১	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			

তল/ব্যবহারের ধরন		আংশিক সমাপ্ত (বর্গ মিটার)	পূর্ণ সমাপ্ত (বর্গ মিটার)	মেঝের মোট ক্ষেত্রফল (বর্গ মিটার)
বেসমেন্ট-২	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
বেসমেন্ট-৩	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
একতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
দোতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
তিনতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
চারতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			

তল/ব্যবহারের ধরন		আংশিক সমাপ্ত (বর্গ মিটার)	পূর্ণ সমাপ্ত (বর্গ মিটার)	মেঝের মোট ক্ষেত্রফল (বর্গ মিটার)
পাঁচতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
ছয়তলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
সাততলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
আটতলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
নয়তলা	ব্যবহার ১:			
	ব্যবহার ২:			
	ব্যবহার ৩:			
	ব্যবহার ৪:			
ভবনের মেঝের মোট ক্ষেত্রফল				

আবেদনকারীর স্বাক্ষর:..

নাম:...

ঠিকানা ....

মোবাইল নং...

ই-মেইল: ....

তারিখ:..

ফরম-৪০২

[অনুচ্ছেদ ১৭(২) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

কারিগরি ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:..............................

তারিখ: ....

প্রতি
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

আমি/আমরা(স্থপতি/প্রকৌশলী)... নিবন্ধন নং .... এই মর্মে প্রত্যয়ন করিতেছি যে, নিম্নবর্ণিত ভূমির উপর আমার/আমাদের তদারকিতে নির্মাণকার্য সম্পন্ন হইয়াছে।

ভূমি/প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

আমি/আমরা .... তারিখ হইতে উপরি-বর্ণিত ইমারত বা প্রকল্পের তদারকির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলাম। আমি/আমরা প্রত্যয়ন করিতেছি যে, ...তারিখের নির্মাণ অনুমোদনপত্র নম্বর................................ মোতাবেক উপরের ছকে সন্নিবেশিত তথ্য অনুযায়ী ইমারত/প্রকল্পটির নির্মাণ অনুমোদিত নকশা ও স্পেসিফিকেশন (specification) অনুযায়ী সমাপ্ত হইয়াছে।

স্বাক্ষর (স্থপতি):...

নাম:...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন):...

ঠিকানা: ....

মোবাইল নং:...

তারিখ:...

স্বাক্ষর (প্রকৌশলী)..

নাম:...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন): ....

ঠিকানা ....

মোবাইল নং...

তারিখ: ....

নির্মাণ কাজে নিয়োজিত অন্যান্য কারিগরি ব্যক্তিবর্গের তালিকা:

স্থপতি

স্বাক্ষর...

নাম:...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন): ....

ঠিকানা ....

মোবাইল নং...

তারিখ:..

পুর/কাঠামো প্রকৌশলী

স্বাক্ষর...

নাম:...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন):...

ঠিকানা ....

মোবাইল নং...

তারিখ:..

যান্ত্রিক প্রকৌশলী

স্বাক্ষর...

নাম:...

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন): ....

ঠিকানা ....

মোবাইল নং………………………………………………………

তারিখ: ……………………………………………………………….

<u>তড়িৎ প্রকৌশলী</u>

স্বাক্ষর………………………………………………………………

নাম:………………………………………………………………….

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন): ……………………………………….

ঠিকানা ……………………………………………………………….

মোবাইল নং……………………………………………………….

তারিখ:……………………………………………………………….

<u>প্লাম্বিং/স্যানেটারি প্রকৌশলী</u>

স্বাক্ষর………………………………………………………………

নাম:………………………………………………………………….

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন): ……………………………………….

ঠিকানা ……………………………………………………………….

মোবাইল নং……………………………………………………….

তারিখ:……………………………………………………………….

<u>ফায়ার ফাইটিং/সেপটিক বিশেষজ্ঞ</u>

স্বাক্ষর………………………………………………………………

নাম:………………………………………………………………….

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন): ……………………………………….

ঠিকানা ……………………………………………………………….

মোবাইল নং………………………………………………………

তারিখ: ……………………………………………………………….

<u>ডিপ্লোমা প্রকৌশলী</u>

স্বাক্ষর………………………………………………………………

নাম:………………………………………………………………….

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন): ....

ঠিকানা ....

মোবাইল নং...

তারিখ:...

<u>ডিপ্লোমা স্থপতি</u>

স্বাক্ষর..

নাম:..

নিবন্ধন নং (পেশাজীবী সংগঠন):..

ঠিকানা ....

মোবাইল নম্বর..

তারিখ: ....

সংযুক্ত: তদারকির প্রত্যয়নপত্র।

ফরম-৪০৩
[অনুচ্ছেদ ১৭(৪) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ঢাকা
বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট)

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

স্মারক নং-………………………………
তারিখ:…………………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর: ………………………

বসবাস বা ব্যবহার সনদ নম্বর: ………………………

প্রতি

জনাব/বেগম……………………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………………………

আপনার……………………………তারিখের নির্মাণ সমাপ্তি অবহিতকরণ পত্রের প্রেক্ষিতে এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত ভূমিতে অবস্থিত ইমারতটি পরিদর্শন করা হইয়াছে। জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২৩, অনুমোদিত নকশা এবং বিল্ডিং কোডের বর্ণনা অনুযায়ী ইমারতটির কাঠামোগত নিরাপত্তা এবং ভিতরের ও বাহিরের স্বাস্থ্যকর অবস্থার শর্তসমূহ পূরণ হওয়ায় ইহার আংশিক/পূর্ণ ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত ঘোষণা করা হইল।

ব্যবহারযোগ্য নির্মিত ইমারতের ফ্লোর/অংশের বিবরণ:

বৈধতার মেয়াদ…………………দিবস………………মাস……………………সন। এই সনদপত্রটি নির্মিত ইমারতের নীচতলায় সুবিধাজনক স্থানে প্রদর্শিত থাকিতে হইবে, যাহাতে ইহা বোর্ডের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং জনসাধারণের সহজে দৃষ্টিগোচর হয়।

প্রস্তাবিত ভূমি বা প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম:
(খ) সেক্টর নং :
(গ) রাস্তা নং:
(ঘ) প্লট নং :
(ঙ) প্লট আইডি :
(চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

তারিখ:............................ ....

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
অথবা
অথরাইজড অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। ....

২। ....

৩। ....

ফরম-৪০৪

[অনুচ্ছেদ ১৭(৪) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট) আবেদন প্রত্যাখ্যান পত্র

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

স্মারক নং-..
তারিখ:.........................

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর: ....

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রত্যাখ্যান নম্বর:.........................

প্রতি

জনাব/বেগম..

....

....

....

আপনার/আপনাদের ....তারিখের... নং নির্মাণ সমাপ্তি অবহিতকরণ পত্র প্রসংগে জানানো যাইতেছে যে, উক্ত ইমারত বা প্রকল্পটির নির্মাণ, কাঠামোগত নিরাপত্তা স্বাস্থ্যগত বিষয়াদি সন্নিবেশনের অবস্থা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে পরিদর্শন করা হইয়াছে।

সার্বিক পর্যালোচনায় জানানো যাইতেছে যে, নিম্নবর্ণিত কারণে বর্তমানে আপনার/আপনাদেরকে উক্ত ইমারত বা প্রকল্পের বসবাস বা ব্যবহার সদনপত্র প্রদান করা সম্ভব নহে:

কারণসমূহ:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

প্রস্তাবিত ভূমি বা প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

তারিখ:............................ ....

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
অথবা
অথরাইজড অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

ফরম-৪০৫

[অনুচ্ছেদ ১৭(৫) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট) প্রত্যাখ্যানের বিরুদ্ধে পুনঃ আবেদন

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:…………………………..

বসবাস বা ব্যবহার সনদ প্রত্যাখ্যান নম্বর:…………………………..

তারিখ:…………………………..

প্রতি

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

আমি/আমরা ……………………………তারিখের………………………………… নং নির্মাণ অনুমোদন পত্র মোতাবেক উক্ত ইমারত বা প্রকল্পের…………………………..তারিখে নির্মাণ সমাপ্তি অবহিতকরণ পত্র নং ……………………………………… এর প্রেক্ষিতে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের জন্য পুনঃ আবেদন করিতেছি। ইমারত বা প্রকল্পটি জলসিঁড়ি আবাসন প্রকল্প (ইমারত নির্মাণ) উপ-আইন, ২০২৩ অনুযায়ী কাঠামোগত নিরাপত্তা ও ভবনে স্বাস্থ্যগত বিষয়াদি সন্নিবেশনের শর্ত পূরণ করিয়া নির্মিত হইয়াছে।

নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি গোচরে আনিয়া আমার/আমাদের ইমারত বা প্রকল্পের বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রদানের আবেদন পুনর্বিবেচনা করিলে বাধিত হইব:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

ভূমি বা প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর...

নাম:...

ঠিকানা ....

মোবাইল নং...

ই-মেইল: ....

তারিখ: ....

সংযুক্ত: বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র প্রত্যাখ্যানপত্র।

ফরম-৪০৬

[অনুচ্ছেদ ১৭(৫) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট) নবায়নের আবেদনপত্র

অকুপেন্সি টাইপ (Occupancy Type)……………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর:……………………

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর:……………………

তারিখ:……………………

প্রতি
ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।

আমি/আমরা নিম্নবর্ণিত ভূমিতে নির্মিত/অবস্থিত ইমারত বা প্রকল্পের ……………………….তারিখে প্রদত্ত বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর……………………………নবায়নের জন্য আবেদন করিতেছি।

ভূমি বা প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

আবেদনকারীর স্বাক্ষর: ……………………………………

নাম:…………………………………………………

ঠিকানা:………………………………………………

মোবাইল নং……………………………………………

ই-মেইল: ……………………………………………

তারিখ: ………………………………………………

সংযুক্ত: মূল বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্রের অনুলিপি।

ফরম-৪০৭

[অনুচ্ছেদ ১৭(৬) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড
ঢাকা
বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট) নবায়ন

অকুপেন্সি টাইপ (Occupancy Type)……………………

স্মারক নং-…………………………………………

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর: ………………………

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর: ……………

তারিখ:……………………………………………

প্রতি

জনাব/বেগম…………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

আপনার/আপনাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর ……………………… তারিখ ……………………………এর মাধ্যমে প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত ভূমিতে নির্মিত/অবস্থিত ইমারত বা প্রকল্পের বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র আগামী…………দিন …………মাস …………বৎসর পর্যন্ত নবায়ন করা হইল।

ভূমি বা প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম:	(খ) সেক্টর নং :
(গ) রাস্তা নং:	(ঘ) প্লট নং :
(ঙ) প্লট আইডি :	(চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

তারিখ:………………………… ……………………………………

ক্যান্টনমেন্ট এক্‌জিকিউটিভ অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।
অথবা
অথরাইজড অফিসার
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। …………………………………………

২। …………………………………………

৩। ……………………………………

ফরম-৪০৮

[অনুচ্ছেদ ১৭(৬) দ্রষ্টব্য]

ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড

ঢাকা

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র (অকুপেন্সি সার্টিফিকেট) নবায়নের আবেদন প্রত্যাখ্যান

অকুপেন্সি টাইপ (occupancy type)……………………

স্মারক নং-......................................

নির্মাণ অনুমোদন নম্বর: ....

বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নবায়ন প্রত্যাখ্যান নম্বর: ....

তারিখ:...

প্রতি

জনাব/বেগম...

....

....

....

আপনার/আপনাদের আবেদনের প্রেক্ষিতে বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র নম্বর ....তারিখ ....এর মাধ্যমে প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত ভূমিতে নির্মিত/অবস্থিত ইমারত বা প্রকল্পের বসবাস বা ব্যবহার সনদপত্র শনাক্তকৃত নিম্নবর্ণিত নিয়মের ব্যতিক্রম বা অননুমোদিত ব্যবহারের কারণে নবায়ন প্রদান করা সম্ভব নহে।

কারণসমূহ:

১।

২।

৩।

৪।

৫।

ভূমি বা প্লটের অবস্থান ও পরিমাণ:

(ক) প্রকল্পের নাম: (খ) সেক্টর নং :

(গ) রাস্তা নং: (ঘ) প্লট নং :

(ঙ) প্লট আইডি : (চ) বাহুর মাপসহ ভূমি/প্লটের পরিমাণ:

এই নিয়মের ব্যতিক্রম বা অননুমোদিত ব্যবহারের কারণে বোর্ড আপনার/আপনাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

তারিখ:............................ ....

ক্যান্টনমেন্ট একজিকিউটিভ অফিসার

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, ঢাকা।

অথবা

অথরাইজড অফিসার

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, ঢাকা।

অনুলিপি:

১। ....

২। ....

৩। ....

সারণি

[অনুচ্ছেদ ১৪ (ঝ) দ্রষ্টব্য]

ইমারতের নকশা ও অন্যান্য দলিলে ক্ষেত্রমত ক্ষমতাপ্রাপ্ত স্বাক্ষরকারী কারিগরি ব্যক্তিগণের শ্রেণিবিন্যাস

ইমারতের উচ্চতা (তলা)	ইমারতের মেঝের সর্বোচ্চ ক্ষেত্রফল (বর্গমিটার)	ইমারতের ধরন	যোগ্যতা	বিভিন্ন কার্যে স্বাক্ষর/নকশা অনুমোদন করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কারিগরি অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ
যেকোনো সংখ্যক	যেকোনো ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট ইমারত	যেকোনো	অন্যূন ৮ (আট) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের সদস্য/ ফেলো এবং নকশা প্রণয়ন ও অন্যান্য দায়িত্ব পালনের জন্য বোর্ডে তালিকাভুক্ত	(১) সয়েল টেস্ট রির্পোট: জিও টেকনিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার বা পুরকৌশলী বা মৃত্তিকা বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান; (২) স্থাপত্য নকশা: স্থপতি; (৩) কাঠামোগত নকশা: পুরকৌশলী বা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ার; (৪) প্লাম্বিং ও স্যানিটারি ডিজাইন: প্লাম্বিংইঞ্জিনিয়ার; (৫) যান্ত্রিক নকশা : যন্ত্র প্রকৌশলী; (৬) বৈদ্যুতিক নকশা: তড়িৎ প্রকৌশলী; (৭) নির্মাণ তদারকি: স্থপতি, প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ; (৮) সমাপ্তি প্রতিবেদন: দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থপতি, প্রকৌশলী, সুপারভাইজার ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ।

১। বোর্ড উপরি-বর্ণিত ও সংশ্লিষ্ট পেশাজীবী প্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কাহারও প্রস্তুতকৃত নকশা বা প্রতিবেদন অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করিবে না।

২। একটি ইমারত বা প্রকল্পের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন ধরনের নকশা বা প্রতিবেদন অনুমোদন বা নির্মাণ কার্যে নিয়োজিত দলগতভাবে বা কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে কর্মরত কারিগরি বিষয়ে অভিজ্ঞ একাধিক ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেকের আলাদাভাবে এই উপ-আইনের আওতায় এই সকল কাজ করিবার যোগ্যতা থাকিতে হইবে।

পরিশিষ্ট

[অনুচ্ছেদ-২২ দ্রষ্টব্য]

অগ্নিনিরাপত্তা

১। নির্গমন পথের বিভিন্ন অংশ :

Means of escape, যাহা একটি ইমারতে আগুন লাগিলে নিরাপদ নির্গমনের পথ। তাহার তিনটি অংশ হইতেছে; (ক) Exit access, (খ) Exit, এবং (গ) Exit discharge; এইখানে Exit access অর্থ Exit এর মুখ পর্যন্ত পৌছানোর রাস্তা; Exit হইল ঐ অংশটুকু যাহা আগুন লাগা অংশ হইতে Exit discharge পর্যন্ত নিরাপদ নির্গমন ঘটায়; Exit discharge হইল Exit শেষ হওয়া হইতে আশ্রয়স্থলের শেষ দেয়াল পর্যন্ত।

০১.০১. Means of Escape, এর বিভিন্ন অংশে নিম্নরূপ যেকোনো Exit থাকিবে, যথা:—

(ক) দরজা, সিঁড়ি সংযোগকারী করিডোর অথবা প্যাসেজ, ধোঁয়া ও অগ্নিমুক্ত বেষ্টিত এলাকা, ঝুলন্ত বারান্দা, অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ি অথবা এইগুলির কয়েকটি একসাথে যেইখান হইতে সড়ক, খোলা ছাদ অথবা কোনো নির্দিষ্ট নিরাপদ আশ্রয়স্থলে সহজে প্রবেশ করা যায় এবং যাহা আক্রান্ত এলাকা, ধোয়া বা আগুন হইতে নিরাপদ থাকিবে;

(খ) যাহা আক্রান্ত এলাকা, ধোয়া, আগুন ও তৎসংলগ্ন এলাকাসমূহ হইতে নিরাপদ কোনো ইমারত সংলগ্ন বা একই সমতলে অবস্থিত কোনো নিরাপদ আশ্রয়স্থলে আনুভূমিক Exit।

০১.০২ লিফট, এসকেলেটর, চলন্ত হাটাবার রাস্তা এইগুলোকে Means of escape এর অংশ করা যাইবে না।

০২। সাধারণ প্রয়োজন:

০২.০১ জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য নির্মিত সকল ধরনের ইমারত ও গুদামঘরে যথেষ্ট সংখ্যায় নির্গমন পথের ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহাতে আগুন ও অন্যান্য বিপদের সময় ব্যবহারকারী দ্রুত ও নিরাপদে অন্যের সহযোগিতা ছাড়া বাহির হইয়া যাইতে পারে।

০২.০২ Exit-কে কখনোই এইরূপ কোনো কাজে ব্যবহার করা যাইবে না যাহাতে Means of escape হিসেবে ইহার ব্যবহার ব্যহত হয়।

০২.০৩ Exit এবং Exit access এর করিডোরকে supply বা return air duct এর কাজে ব্যবহার করা যাইবে না।

০২.০৪ নির্গমন পথের তল কোথাও ৩০০ (তিনশত) মি.মি. এর অধিক পরিবর্তিত হইলে র‌্যাম্প ব্যবহার করিতে হইবে; যেই সকল বহিঃ দরজা প্রতিবন্ধী বা বয়স্ক লোকজন ব্যবহার করিবে না, সেইখানে সর্বোচ্চ ২০০ (দুইশত) মি.মি. পর্যন্ত ধাপ দিয়া নামা যাইবে।

২.৫ সকল Exit পরিস্কার দৃষ্টিগম্য হইতে হইবে এবং Exit access চিহ্নিত থাকিতে হইবে; যেইখানে একাধিক Exit বা Exit access থাকিবে এবং জনগণের ব্যবহার্য যেইসব এলাকা অন্ধকারে থাকিতে পারে সেইসব স্থানে Exit এর অবস্থান ও দিক নির্দেশক আলোকিত চিহ্ন ব্যবহার করিতে হইবে।

২.৬ প্রতিটি ইমারতের মালিক বা ইজারাদার ইহার সমস্ত ব্যবহারকারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবে এবং বর্তমান কোনো ইমারতে Exit সুবিধা অপ্রতুল হইলে, কর্তৃপক্ষ তাহার যথাযথ সংস্থানের নির্দেশ দিতে পারিবে।

৩। Exit এর অবস্থান:

৩.১ কোনো Exit কোন সংলগ্ন কক্ষ বা এলাকায় খুলিবে না যদি উহা পূর্বোক্ত এলাকার অবিচ্ছেদ্য বা বর্ধিত অংশ না হয়, বিপজ্জনক কাজে ব্যবহৃত হয় এবং নির্দিষ্ট Exit এলাকার সহিত সরাসরি সংযুক্ত না থাকে।

৩.২ Exit পথের কোনো অংশ ইমারতের এইরূপ কোনো অংশ দিয়া যাইবে না যাহা ইমারত ব্যবহারকালে তালাবদ্ধ থাকিতে পারে।

৩.৩ সব ধরনের জন সমাগমের জন্য মিলনায়তন জাতীয় ইমারতের ন্যূনতম একটি পার্শ্ব একটি রাস্তার দিকে হইবে যেইদিকে প্রধান Exit discharge অবস্থিত হইতে পারে এবং এই জাতীয় ইমারতের প্রধান আগমন পথ কমপক্ষে অর্ধেক সংখ্যক ব্যবহারকারীর নির্গমন পথ হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে; এই ধরনের ইমারত কয়েক তলা হইলে প্রতিটি তলায় Exit থাকিবে যাহা কমপক্ষে ঐ তলার দুই-তৃতীয়াংশ ব্যবহারকারীর প্রয়োজন মিটাইবে।

৩.৪ Exit গুলি এইভাবে থাকিতে হইবে যাহা ইমারতের সকল অংশের জন্য একটি অবিরাম বাধামুক্ত Means of escape নিশ্চিত করিবে।

৪। ব্যবহারকারীর সংখ্যা:

৪.১ ইমারতের Exit সুবিধা ছক-১ অনুযায়ী সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৪.২ যেইসব মিলনায়ন ও প্রতিষ্ঠান জাতীয় ইমারতে স্থায়ী আসন রহিয়াছে সেইখানে সর্বমোট আসন সংখ্যা দ্বারা ব্যবহারকারীর সংখ্যা নির্মিত হইবে; এই ধরনের আসন হাতলবিহীন হইলে প্রতি ৫০০ (পাঁচশত) মি.মি. প্রস্থের জন্য একজন ব্যবহারকারী হিসাব করিতে হইবে।

৪.৩ উপরের হিসাব ব্যবহার্য মেঝে এলাকার প্রতি ০.৩ (শূন্য দশমিক তিন) বর্গমিটারে একজন ব্যবহারকারী হারের হিসাবের চাইতে অধিক হইবে না।

৪.৪ মেজানাইন তলা ব্যবহারকারীর সংখ্যা সংলগ্ন নীচের মেঝে ব্যবহারকারীর সংখ্যার সহিত যোগ হইবে।

৪.৫ ছাদ যদি কোনো রকম জনসমাগমের কাজে ব্যবহৃত হয় তবে তাহা ব্যবহারকারীর সংখ্যা অনুযায়ী Exit সুবিধা সম্বলিত হইতে হইবে।

৫। Exit এর আকার:

Means of Exit এর আকার ব্যবহারকারীর সংখ্যা সাপেক্ষে পর্যাপ্ত হইতে হইবে এবং এই বিষয়ে ছক ১ প্রযোজ্য হইবে; Exit এর প্রতিটি অংশের আবশ্যকীয় প্রস্থ ও আকার ছক-২ ও অনুচ্ছেদ ৬ অনুযায়ী নির্ণিত হইবে।

ছক-১

বিভিন্ন ব্যবহারকারীর সংখ্যা

ভবনের শ্রেণি		**ব্যবহারকারীর মাথাপিছু মেঝে এলাকা (বর্গমিটার)**
আবাসিক		১৮ গ্রস
	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
	শ্রেণি কক্ষ	২ নেট
	প্রাক-স্কুল	৩.৫ নেট
প্রাতিষ্ঠানিক		১২ গ্রস
	সমাবেশ ও ধর্মীয় ভবন	
	ফিক্সড আসন	৪.২ অনুযায়ী
	ফিক্সড আসনহীন	০.৭ নেট
	কেবল দাড়ানোর জায়গা	০.৩ নেট
	টেবিল-চেয়ারসহ	১.৫ নেট
	বাণিজ্যিক	
	অফিস ও অন্যান্য	১০ গ্রস
	বিপণি	৩ গ্রস

ছক-২

ব্যবহারকারীর মাথাপিছু Exit এর প্রস্থ

ভবনের শ্রেণি	Sprinkler System ব্যতীত (মাথাপিছু মিলিমিটার)			Sprinkler System-সহ (মাথাপিছু মিলিমিটার)		
	সিঁড়ি	র‍্যাম্প ও করিডোর	দরজা	সিঁড়ি	র‍্যাম্প ও করিডোর	দরজা
আবাসিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক নিত্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সেবা	৮	৫	৪	৫	৪	৪
প্রাতিষ্ঠানিক	৮	৫	৪	৮	৫	৪
সমাবেশ ও ধর্মীয়ভবন	১০	৭	৫	৭	৫	৫
ইমারতের প্রতি তলায় ব্যবহারকারীর সংখ্যার উপর নির্ভর করিয়া Exit এর প্রস্থ নির্ধারণ করিতে হইবে।						

৬. **করিডোর ও প্যাসেজ:**

৬.১ ব্যবহারকারী যেকোনো দিকে করিডোর বা প্যাসেজ দিয়া রওয়ানা হউক না কেন তাহা কোনো একটি Exit এ পৌঁছাইতে হইবে; যেদিকে Exit নাই সেইদিকে বদ্ধগলির দূরত্ব ১০ (দশ) মিটারের অধিক হইবে না।

৬.২ করিডোর ও প্যাসেজের প্রস্থ প্রতি তলায় ব্যবহারকারীর সংখ্যা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং ইহার ন্যূনতম মাপ নিম্নরূপ হইবে:

(ক) ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে ১.১ (এক দশমিক এক) মিটার;

(খ) ৫০ (পঞ্চাশ) বা তাহার কম ব্যবহারকারীর ক্ষেত্রে ০.৯ (শূন্য দশমিক নয়) মিটার;

(গ) ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) এর অধিক ব্যবহারকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান জাতীয় ভবনে ১.৮ (এক দশমিক আট) মিটার;

(ঘ) স্বাস্থ্য সেবামূলক ভবনে ২.৪ (দুই দশমিক চার) মিটার।

৬.৩ Exit করিডোর ও প্যাসেজের প্রস্থ, যেইসব দরজা করিডোর ও প্যাসেজের শেষ প্রান্তে বাহির হইয়া যাওয়ার জন্য একসাথে ব্যবহৃত হইবে তাহাদের প্রস্থের যোগফলের চাইতে কম হইবে না।

৬.৪ করিডোর ও প্যাসেজের বাধামুক্ত উচ্চতা ২.৪ (দুই দশমিক চার) মিটারে কম হইবে না।

৬.৫ Exit access এর করিডোরের ন্যূনতম fire rating ১ (এক) ঘন্টা হইবে।

৬.৬ Exit করিডোরে যাওয়ার দরজার ন্যূনতম fire rating ১/২ (আধা) ঘন্টা হইবে।

৭। এসেম্বলি আইলস (Assembly Aisles):

৭.১ সমাবেশ ভবনের যেইখানে আসন, টেবিল, যন্ত্রপাতি, প্রদর্শনী ইত্যাদি রহিয়াছে সেইখানে Exit এর দিকে গমনকারী বাধামুক্ত আইল (Aisles) থাকিতে হইবে।

৭.২ Exit access আনুভূমিক অথবা সর্বাধিক ১:৮ (এক অনুপাত আট) ঢালের র‍্যাম্প হইতে পারিবে। ইহার ন্যূনতম প্রস্থ ব্যবহারকারী পিছু ৫ মিলিমিটার হইবে।

৭.৩ Exit access ধাপওয়ালা হইলে ট্রেডের ন্যূনতম গভীরতা ২৭৫ (দুইশত পচাত্তর) মিলিমিটার এবং রাইজারের উচ্চতা ১০০ (একশত)-২০০ (দুইশত) মিলিমিটারের মধ্যে হইতে হইবে।

৭.৪ সমতল বা ঢালু আইল (Aisles) এর ক্ষেত্রে আইল (Aisles) এর দুই দিকে আসন হইলে ন্যূনতম প্রস্থ ১ (এক) মিটার এবং একদিকে আসন হইলে ন্যূনতম প্রস্থ ০.৯ (শূন্য দশমিক নয়) মিটার হইতে হইবে।

৮। দরজাসমূহ:

৮.১ একটি কক্ষ বা স্পেস ব্যবহারকারী প্রত্যেকে অন্তত পক্ষে একটি Exit বা নির্গমন দরজা পাইবে এবং প্রতি নির্গমন দরজার জন্য ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং দরজা পর্যন্ত যাতায়াত দূরত্ব ছক-৩ এ প্রদর্শিত সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং সর্বোচ্চ যাতায়াত দূরত্ব এর অধিক হইতে পারিবে না।

ছক-৩

একটি নির্গমন দরজার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং সর্বোচ্চ যাতায়াত দূরত্ব

ভবনের শ্রেণি	সর্বোচ্চ ব্যবহারকারীর সংখ্যা	সর্বোচ্চ যাতায়াত দূরত্ব (মিটার)
আবাসিক প্রাতিষ্ঠানিক স্বাস্থ্যসেবা	১২	২৩
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান	৫০	২৩
সমাবেশ ও ধর্মীয় ভবন		
বাণিজ্যিক		

৮.২ Exit দরজা ব্যবহারকারীর সংখ্যা এবং যাতায়াত দূরত্ব ছক ৩ এর নির্দিষ্ট মানের চাইতে অধিক হইলে, কমপক্ষে দুইটি নির্গমন দরজার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৮.৩ Exit দরজার প্রস্থ ১ (এক) মিটার এবং উচ্চতা ২ (দুই) মিটারের নিম্নে হইতে পারিবে না।

৮.৪ Exit দরজা হিসাবে স্লাইডিং বা হ্যাংগিং দরজা ব্যবহার করা যাইবে না।

৮.৫ সকল Exit Access দরজা সাইড-সুইংগিং ধরনের হইতে হইবে; ঝুঁকিপূর্ণ সংস্থাপনার ক্ষেত্রে অথবা ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০ (পঞ্চাশ) এর অধিক হইলে দরজার সুইং কক্ষ হইতে বাহিরের দিকে বা যাতায়াতের দিকে হইবে; দরজার সুইং করিডোরের প্রস্থকে বাধাগ্রস্থ করিলেও বাকী বাধামুক্ত অংশকে কোনক্রমেই ০.৯ (শূন্য দশমিক নয়) মিটারের কম করিতে পারিবে না; তবে কেবল প্রেসারাইজড কক্ষের ক্ষেত্রে স্লাইডিং দরজা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

৮.৬ Exit দরজাসমূহ কোনো সিঁড়ির ফ্লাইট এ সরাসরি খুলিতে পারিবে না; Exit দরজা সিঁড়ির দিকে খুলিলে বাহিরের দিকে দরজার প্রস্থের সমান মাপের পর কমপক্ষে ০.৯ (শূন্য দশমিক নয়) মিটার প্রস্থসম্পন্ন জায়গা রাখিতে হইবে এবং ঘরের মেঝে ও সিঁড়ির ল্যান্ডিং তল একই সমতল হইতে হইবে।

৮.৭ সকল ইমারতের ক্ষেত্রে যখন ব্যবহারকারীর সংখ্যা ২০০ বা তাহার অধিক হইবে সেইখানে ঘুর্নায়মান দরজা ব্যবহার করা যাইবে না; অন্যান্য ক্ষেত্রে অর্ধেকের চাইতে কম সংখ্যক নির্গমন পথে ঘূর্ণায়মান দরজা ব্যবহার করা যাইবে; তবে প্রযুক্তি চালিত ঘুর্নায়মান দরজা যাহা বিশেষ জরুরি সময়ে খালি হাতে ব্যবহার করা যায় না তাহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

৮.৮ প্রতিটি নির্গমন পথের দরজা প্রয়োজনীয় সময়ে ব্যবহৃত দিক হইতে চাবি ছাড়াই খুলিতে পারিতে হইবে।

৯। **সিঁড়ি:**

৯.১ Exit সিঁড়ির প্রয়োজনীয় প্রস্থ ৫ এর ছক-১ ও ছক-২ হইতে নির্ধারণ করা হইবে, তবে তাহা ছক-৪ এ বর্ণিত প্রস্থ হইতে কম হইতে পারিবে না।

ছক-৪

অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ির প্রস্থ

ভবনের শ্রেণি	**সিঁড়ির ন্যূনতম প্রস্থ (মিটার)**
আবাসিক	১.৫
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	
ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জন পর্যন্ত	১.৫
ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১৫০ (একশত পঞ্চাশ) জনের অধিক	২.০
সমাবেশ ও ধর্মীয় ভবন	২.০
অন্যান্য	১.৫

৯.২ Exit সিঁড়ির ল্যান্ডিং ও প্ল্যাটফর্মসমূহের ন্যূনতম মাপ সিঁড়ির জন্য নির্ধারিত প্রস্থের চাইতে কম হইতে পারিবে না, তবে স্ট্রেইট রান সিঁড়ির দুই ফ্লাইটের মধ্যবর্তী ল্যান্ডিং এর ক্ষেত্রে যাতায়াতের দিকের মাপ ১.২ (এক দশমিক দুই) মিটারের অধিক হওয়া বাধ্যতামূলক নহে।

৯.৩ স্পাইরাল ও বর্তুলাকার সিঁড়ি কেবল বসতবাড়ির অভ্যন্তরে এবং ২৫ (পঁচিশ)বর্গমিটার ক্ষেত্রফল পর্যন্ত মেজানাইন ফ্লোরের জন্য জরুরি নির্গমন হিসাবে ব্যবহার করা যাইবে এবং এই ধরনের সিঁড়ির প্রস্থ ন্যূনতম ৬৫০ (ছয়শত পঞ্চাশ) মিলিমিটার হইবে। প্রতিটি ট্রেডের ডেপথ এর মাপ ২০০ (দুইশত) মিলিমিটার হইবে (যাহা সিঁড়ির সরুতম পার্শ্ব হইতে ৩০০ (তিনশত) মিলিমিটার দূরত্বে পরিমাপিত), প্রতিটি ট্রেড একই রকম হইবে; রাইজার ২২৫ (দুইশত পঁচিশ) মিলিমিটারের অধিক হইতে পারিবে না; পাশাপাশি রাইজারের ক্ষেত্রে উচ্চতার পার্থক্য ৫ (পাঁচ) মিলিমিটার পর্যন্ত কম বেশী হইতে পারিবে এবং সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতার রাইজারের ক্ষেত্রে এই কম বেশীর পরিমাণ সর্বোচ্চ ১০ (দশ) মিলিমিটার হইবে।

৯.৪ Fire Exit সিঁড়ির বাঁধামুক্ত প্রস্থ ১ (এক) মিটার হইলে তাহার একদিকে অবিরাম হাত-রেইল থাকিবে; ইহার অধিক প্রস্থ হইলে হাত-রেইল দুইদিকেই থাকিবে, এই রকম সিঁড়ির বাধামুক্ত প্রস্থ ২.২ (দুই দশমিক দুই) মিটারের অধিক হইলে মাঝামাঝি দিয়া ও হাত-রেইল দিতে হইবে।

৯.৫ প্রতিটি Exit সিঁড়ি অগ্নি প্রতিরোধী নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা তৈরী হইতে হইবে, তবে নিরেট কাঠের হ্যান্ড-রেইল গ্রহণযোগ্য হইবে।

৯.৬ যদি লিফট শ্যাফট নিচ্ছিদ্র ও ইমারতের ধরন অনুযায়ী অগ্নি প্রতিরোধী নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা যথাযথভাবে নির্মাণ করা হয় তাহা হইলে লিফট শ্যাফট এর চারদিক ঘিরিয়া Exit সিঁড়ি দেওয়া যাইবে;

৯.৭ অগ্নি নিরাপদ সিঁড়ি (Fire Exit) হিসাবে ব্যবহারের জন্য বহিস্থ সিঁড়িসমূহ জরুরি Exit হিসাবে বিবেচ্য হইবে না যদি না তাহা সরাসরি ভূমিতলে খোলা জমিতে নির্গমন নিশ্চিত করে, ইমারতের অভ্যন্তর হইতে অগ্নি প্রতিরোধী ব্যবস্থা বা দেয়াল দ্বারা বিভক্ত থাকে এবং অদাহ্য সামগ্রী দ্বারা নির্মিত হয়।

১০। র‍্যাম্প

১০.১ র‍্যাম্পের ন্যূনতম প্রস্থ অনুচ্ছেদ ৬ এ বর্ণিত করিডোরের প্রস্থ হইতে কম হইবে না।

১০.২ Exit র‍্যাম্পের ঢাল ১:১২ (এক অনুপাত বারো) এর অধিক হইবে না এবং তাহার উপরিতল নির্ধারিত অপিচ্ছিল নির্মাণ সামগ্রী দ্বারা প্রস্তুত হইতে হইবে অথবা এইরূপভাবে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে র‍্যাম্প বিপদজনকভাবে পিচ্ছিল না থাকে।

১০.৩ র‍্যাম্প ঢাল ১:১৫ (এক অনুপাত পনেরো) এর চাইতে অধিক হইলে ইহার উভয় পার্শ্বে গার্ড বা হ্যান্ড-রেইল দিতে হইবে।

১১। আনুভূমিক Exit:

১১.১ আগুন লাগা অংশ হইতে আনুভূমিক নির্গমন নিজ হইতে বন্ধ হয় এইরকম দরজা দ্বারা আলাদা হইতে হইবে।

১১.২ এইরকম Exit এর প্রস্থ ১ (এক) মিটারের কম হইতে পারিবে না।

১১.৩ আনুভূমিক নির্গমন পথ ঢালু হইলে এই ঢাল সর্বাধিক ১:১২ (এক অনুপাত বারো) হইবে এবং এইরকম নির্গমনে কোনো ধাপ ব্যবহৃত হইতে পারিবে না।

১১.৪ আনুভূমিক Exit যখন শুধু একদিক হইতে ব্যবহৃত হইবে, তখন তাহা বাহির হওয়ার দিকে খুলিবে; যখন দুই দিক হইতে চলাচল করিতে হইবে তখন হয় উভয় দিকে খুলে এইরকম দুই পাল্লার দরজা অথবা দুইটি আলাদা দরজা থাকিতে হইবে।

১১.৫ আশ্রয়স্থলের মেঝের ন্যূনতম ক্ষেত্রফল সিঁড়ি, শ্যাফট ইত্যাদি বাদে নেট মেঝের এলাকা অনুযায়ী ব্যবহারকারী পিছু ০.২৮ (শূন্য দশমিক দুই আট) বর্গমিটার ধরিয়া নির্ধারণ করা হইবে।

১২। **Exit এর সংখ্যা:**

১২.১ এই উপ-অনুচ্ছেদে নির্দেশিত Exit এর সংখ্যা সকল ব্যবহারিক ধরনের ইমারতের জন্য প্রযোজ্য হইবে।

১২.২ সকল ইমারতের জন্য Exit এর সংখ্যা নিম্নে নির্দেশিত উপায়ে ইমারতের প্রতি তলায় ব্যবহারকারীর সংখ্যার ভিত্তিতে নির্ণিত হইবে—

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০০ (পাঁচশত) পর্যন্ত - কমপক্ষে ২ (দুই)টি Exit;

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ৫০১ (পাঁচশত এক) হইতে ১০০০ (এক হাজার) পর্যন্ত - কমপক্ষে ৩ (তিন) টি Exit;

ব্যবহারকারীর সংখ্যা ১০০০ (এক হাজার) এর অধিক - কমপক্ষে ৪ (চার)টি Exit।

১২.৩ ১০ (দশ) তলা বা ৩৩ (তেত্রিশ) মিটার অপেক্ষা অধিক উচ্চতা বিশিষ্ট সকল ইমারতের জন্য এবং প্রতি তলায় ৫০০ (পাঁচশত) বর্গমিটার অপেক্ষা অধিক ক্ষেত্রফলের মেঝে বিশিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বাণিজ্যিক ভবন, প্রাতিষ্ঠানিক ভবন, সমাবেশ ভবনের ক্ষেত্রে কমপক্ষে ২ (দুই)টি Exit থাকিতে হইবে এবং এইক্ষেত্রে সিঁড়িঘরটি অগ্নি নিরাপদ হইতে হইবে এবং সরাসরি উন্মুক্ত স্থানে বা নির্ধারিত নিরাপদ স্থানে খুলিতে হইবে।

১৩. **ভ্রমণের দৈর্ঘ্য:**

১৩.১ একই ভবনে একাধিক Exit এর ক্ষেত্রে Exit গুলি এইভাবে অবস্থিত হইতে হইবে যাহাতে মেঝের ব্যবহৃত অংশ হইতে যেকোনো **Exit** এর সর্বোচ্চ দূরত্ব ২৫ (পঁচিশ) মিটার হয়।

১৩.২ একই ইমারতে একাধিক Exit প্রয়োজন হইলে Exit গুলির একটি অন্যটির চাইতে যতখানি সম্ভব দূরে হইতে হইবে এবং ব্যবহারকারী যেইদিকেই যাত্রা করুক না কেন, কোনো না কোনো Exit পাইতে হইবে।

ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের আদেশক্রমে

ইমতিয়াজ হোসেন
ক্যান্টনমেন্ট এক্সিকিউটিভ অফিসার (অ: দা:)
ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd